ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ সেলফ এনিউমারেশন পদ্ধতিতে রাজ্যে ৯৩.৮৪ শতাংশ সাফল্য এসেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগামীদিনে নৈহাটি থেকে শিলিগুড়ি, তারাপীঠ, দুর্গাপুরগামী বাস চলবে: অর্জুন ৮

কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৬ ৩১ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.08.2026, Vol.20, Issue No. 67, 10 Pages, Price 3.00

আজ পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী

সরকারের ১০০ দিনে জোর শিল্প-উন্নয়নের দিশায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে সোমবার পুরুলিয়ায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, সরকারের প্রথম ১০০ দিনে নেওয়া অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ ও সাফল্যের খতিয়ানও এদিন তুলে ধরা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সূচি অনুযায়ী, প্রথমে জাইকা-সহায়তায় মানবাজার পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।এরপর রঘুনাথপুরে অমিত মেটালিক্সের প্রস্তাবিত সমন্বিত ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সংস্থার প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার এই বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

> মুখ্যমন্ত্রীর সূচি অনুযায়ী, প্রথমে জাইকা-সহায়তায় মানবাজার পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। এরপর রঘুনাথপুরে অমিত মেটালিক্সের প্রস্তাবিত সমন্বিত ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সংস্থার প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার এই বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে কোনও বিশেষ উদযাপনের আয়োজন করা হচ্ছে না বলেও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'একশো দিনখুব অল্পসময়। এখন উদ্যাপনের নয়, এই সময়ের মধ্যে সরকারকী কী করতে পেরেছে, সেটাই মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। এক বছর পূর্ণ হলে উদ্যাপনেরকথা ভাবা যেতেপারে।'

তিনি আরও জানান, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সামাজিক মাধ্যম ও মূলধারার সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রথম ১০০ দিনের উদ্যোগ ও সাফল্যের বিবরণ প্রকাশ করবে। তাঁর দাবি, নতুন সরকারকে দায়িত্ব নেওয়ার পর বহু ক্ষেত্রে আগের প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে কাজ শুরু করতে হয়েছে, তাই এই সময়ে অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বঙ্গে সূচনা আয়ুষ্মান ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সূচনা করল বিজেপি সরকার। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, রাজ্যের ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আসবেন। পাশাপাশি যাঁরা এই প্রকল্পের নির্ধারিত মানদণ্ডে পড়ছেন না, সেই ৮০ লক্ষ পরিবারকে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা' প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। দুই প্রকল্পেই সমান স্বাস্থ্যসুবিধা মিলবে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা মূলত রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের ১,২৪০টি বেসরকারি ও ৬২৭টি সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি সারা দেশের ৩৮,৬০৪টি তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

তিনি জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১,৭০০টির পরিবর্তে প্রায় ১,৯৫০টি চিকিৎসা পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নি ও হিপ রিপ্লেসমেন্টের মতো অস্ত্রোপচারও এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। একই সঙ্গে ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সি সমস্ত প্রবীণ নাগরিকও এই স্বাস্থ্যসুরক্ষার সুবিধা পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে ১০০টি অমৃত ফার্মেসি এবং ৪৫৮টি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'সুবৃষ্টি' কর্মসূচির মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসার পরিষেবাও আরও বিস্তৃত করা হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেসরকারি হাসপাতালগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, চিকিৎসা পরিষেবার প্যাকেজ রেট-সহ কয়েকটি বিষয়ে হাসপাতালগুলির কিছু প্রস্তাব রয়েছে। সেগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্য সরকার বিবেচনা করবে।

রাজ্যের বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তির প্রাক্কালে এই কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সোমবার পুরুলিয়ার মানবাজারে পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কাজের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা হবে।

তবে অনুষ্ঠানের শুরুতেই ১৬ অগস্টকে 'আয়ুষ্মান দিবস' হিসেবে পালনের কারণ ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৬ সালের এই দিনেই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ বহু মানুষ নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, আগের সরকার এই দিনটিকে 'খেলা হবে দিবস' হিসেবে পালন করত, আর বর্তমান সরকার মানুষের দীর্ঘায়ু কামনায় 'আয়ুষ্মান দিবস' পালন করছে।

'বন্দে মাতরমে' অস্বস্তি কেন? সোনিয়াকে তির শুভেন্দু-শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে বিতর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে রবিবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নবান্ন সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি অভিযোগ করে বলেন, দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধিকে অস্বস্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয়ে 'বন্দে মাতরমে'র পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনের সময় সোনিয়া আপত্তি জানান। তাঁর বক্তব্য, এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল। পরে সেই দৃশ্যের ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঘটনাটি অস্বীকার করে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। যদিও কংগ্রেস নেতারা বিষয়টি সামলানোর চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতা তাদের মালকিনকে বাঁচানোর জন্য অনেক রকমের চেষ্টা করলেও, বাস্তবে যে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে এবং তার যে ভিডিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার কোনও সুযোগ কংগ্রেসের নেতাদের কাছে নেই। চলতি বছর 'বন্দে মাতরমে'র ১৫০ বছর পূর্তি। সেই আবহে গানটি ঘিরে দিল্লির ঘটনাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বেড়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে গানটির ভূমিকার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই গান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। তাঁর কথায়, বঙ্গভঙ্গের পর 'বন্দে মাতরম' স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ে।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনে করি, বন্দে মাতরমকে অপমান করা মানে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করা। আমি পশ্চিমবাংলার এই ভূমি থেকে এর তীব্র নিন্দা করছি।' এরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি দিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। সেই চিঠির জবাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে এবং ক্ষমা চাইবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদেরও এই বিষয়ে মুখ খোলার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্যে 'বন্দে মাতরম'কে ঘিরে সরকারের পদক্ষেপের কথাও সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাত্যহিক প্রার্থনায় পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় নরেন্দ্র মোদী।

নমোর নিশানায় 'দিমাগি নকশাল'

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: শনিবার লালকেল্লা থেকে প্রায় ৭৫ মিনিট ধরে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা দিবসে তাঁর গত চার বছরের ভাষণে এটিই ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। তবে এর মধ্যেও বারবার দেশের তরুণ প্রজন্মকে ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন মোদী। বোঝালেন, মাওবাদ-মনোভাবাপন্নদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে 'শক্তির সপ্তধারার' পথে বিকাশ, ডিজিটাল জনগণনা, কৃত্রিম মেধা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশের তরুণদের ওপরেই ভরসা রাখছেন তিনি। দিল্লিতে সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এদিন প্রথমে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। তার পর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় পরিবেশিত হয় জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'। লালকেল্লায়স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই প্রথম গানটি পরিবেশিত হল। তারপর গাওয়া হয় জাতীয়সঙ্গীত। এদিনের ভাষণে দেশের আগামী রূপরেখারও আভাস দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই শতাব্দীর একচতুর্থাংশকেটে গিয়েছে। পরবর্তী এক চতুর্থাংশ আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের আর থেমে থাকা যাবে না। আমাদের লক্ষ্য স্থির। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। তার জন্য আমাদের কর্মসংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং কাজের গতি বদলাতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গত পাঁচ-সাত দশকে যে কাজ হয়নি, তা-ই আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে করতে হবে।' এই লক্ষ্যপূরণের জন্য দেশের যুবশক্তি, নারীশক্তি, কৃষক এবং শ্রমিক, সকলকে একসঙ্গে নিয়ে এগোতে চান তিনি। এই নতুন গতির কথা বলার সময়ে 'শক্তির সপ্তধারার' ঘোষণা করেন তিনি। এই সাত ধারায় সংস্কার হলেই দেশ উন্নতির পথে এগোবে বলে মনে করেন তিনি। এই 'সপ্তধারার' মধ্যে রয়েছে, উৎপাদন শক্তি, কৃষি, প্রযুক্তি, গতিশক্তি (উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা), আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব ও সমুদ্রবান্ধব অর্থনীতি (গ্রিন ইকোনমি ও ব্লু ইকোনমি) এবং দেশের মেধা ও কৃষ্টি শক্তি (সফটপাওয়ার)।

দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনেলালকেল্লা থেকেমোদী বলেন,'মাওবাদ এই দেশকেরক্তাক্তকরেছে। ২০১৪ সালে আপনারা যখন আমাদেরসুযোগ দিলেন, সেই দিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেশকে মাওবাদীমুক্ত করব। লাখ লাখ তরুণ-তরুণীর স্বপ্নকে নষ্ট করেছে মাওবাদ, নকশালবাদ। কত মায়ের সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে তারা। চার দশক ধরে দেশের বেশির ভাগ অংশে বন্দুক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন মাওবাদীরা। সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছেন। সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, মাওবাদীরা এখন তাঁদের শেষ প্রহর গুনছেন। একথা বলার সময়ে মাওবাদ-মনোভাবাপন্নদের থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেন মোদী। এই মাওবাদ-মনোভাবাপন্নদের 'দিমাগি নকশাল' বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছেন এই মাওবাদী মনোভাবাপন্নেরা। সমাজকে টেনে নীচে নামানোর চেষ্টা করছেন। তাই তাঁদের চিহ্নিত করে সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে দেশের উন্নয়নের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।'

এবারের লালকেল্লার অনুষ্ঠানে 'যুবশক্তি' এবং ২০৪৭-এর 'বিকশিত ভারতে'র লক্ষ্যে বিশেষ জোর দেন মোদী। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের ওপর আমার ভরসা আছে।' যুবসমাজের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণা করতে গিয়ে মোদী জানান, বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝড়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। তাই দেশের এক কোটি যুবক-যুবতীকে প্রতি বছর বিশেষ এআই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার। মোদী জানান, দেশ গঠনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের শক্তি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো হবে। দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র তরুণেরাই সফল করতে পারেন বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

আত্মঘাতী আশিস, 'শকড' শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে রামপুরহাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্বাধীনতা দিবসের দিনেও স্বাভাবিক ছিলেন তিনি। ওই দিনে আত্মীয়-পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন, স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তুলেছেন। তার পর রাতে কী ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর দেহের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই নোটে কী লেখা রয়েছে এবং মৃত্যুর পিছনে ঠিক কী কারণ ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আশিস ব্যানার্জির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজের সূত্রে আশিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। দল বদলালেও সেই পুরনো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ঘটনার তদন্তে পুলিশকে একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও ভিডিও কলে তিনি কথা বলেছেন বলেও রবিবার জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার সকালে ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'প্রথম সকালেই ঘটনাটা

পরিবারের সঙ্গে কথা, নজরে মোবাইল ফোন

জেনেছি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। প্রথমে খুবই শকড হয়েছি।'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আশিসের মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বীরভূমের পুলিশ সুপারকে পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোনের কললিস্ট পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। গত ১০০ দিনে পরিবারের কারও সঙ্গে কোনও ধরনের হেনস্থা, বিরোধ বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

আশিসের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বোলপুরের সাংসদ অসিত মালের ফোন ব্যবহার করা হয়। অসিত মালের ফোনে ভিডিও কলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। তাঁদের কাছে জানতে চান, কেউ তাঁদের উত্যক্ত করেছিলেন কি না, কিংবা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তরফে কোনও ধরনের চাপ বা হুমকির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কি না। এই ঘটনার তদন্তে ময়নাতদন্তের বিষয়টিও আলাদা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশকে যা বলার বলেছি, জেলাশাসককে বলেছি, ময়নাতদন্ত সুষ্ঠ ভাবে করার জন্য। স্থানীয় বিধায়ককে মেসেজ করেছি।

কংগ্রেস নেতা-পুত্র খুনে ধৃত তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান-সহ তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি ও ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন হলেন কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ান। ঘটনায় হরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ফতেমা বিবি-সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান ফতেমা বিবি সাহেব আলি মণ্ডল ও মিঠুন শেখকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা সকলেই তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, শনিবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বেথুয়াডহরি স্টেশন থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছিলেন নদিয়া জেলা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ান। নাগাদি রেল আন্ডারপাস সংলগ্ন এলাকায় একটি কালো স্করপিও তাঁদের পথ আটকায়। এরপর গাড়ি থেকে নামিয়ে বাবা ও ছেলেকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন দু'জন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় হরনগর পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই ওই রাতেই পাঁচজনকে আটক করে নাকাশীপাড়া থানার পুলিশ। এদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

তৃণমূলে চাপানউতোর, তদন্ত দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন রামপুরহাটে: প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর অন্দরমহলেই শুরু হয়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পালা। আশিসের মৃত্যুর খবর পেয়েই রামপুরহাটের দিকে রওনা দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন আখরুজ্জামান, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা। পথে একটি ভিডিও বার্তায় আশিসের মৃত্যু নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান ঋতব্রত। ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যে যে সংগঠিত লুঠ আর আইনি ভুলগুলো হয়েছে, তাতে তৃণমূলের মুষ্টিমেয় মানুষ জড়িত থাকলেও তার দায় নিতে হয়েছে নিরীহ রাজনীতিকদেরও। তার জন্য এলাকায় তাঁদের অপমানিত হতে হয়েছে, কটূ কথা শুনতে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে আমরা কেউ সেই আঁচ থেকে বাইরে থাকতে পারিনি। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ল আশিসদার ওপর।'

এদিন ঋতব্রত বলেন, 'বিধানসভায় এসে বলেছিলেন, 'আমি ডেপুটি স্পিকার থাকাকালীন অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করেছিলাম, তাঁরা যেন স্থায়ী হয়, একটু দেখো ঋত।' উনি গত ১৫ বছরে বারবার দলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, যা হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কালীঘাটের লোকজন তা কানে তোলার প্রয়োজন মনে করেননি। এই নিয়ে আশিসদা যথেষ্ট ব্যথিত ছিলেন, আক্ষেপ ছিল। তা আমরা অনেকেই জানি।'

অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে আশিসের মৃত্যু নিয়ে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লেখেন, 'আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু হৃদয়বিদারক নয়, এই ঘটনা সেই প্রত্যেক মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়া উচিত, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে রাজনীতি ও সাংবাদিকতারও একটি সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। আত্মহত্যা করার আগে তাঁর লেখা সুইসাইড নোটে তিনি যে ধারাবাহিক অপপ্রচার ও তাঁকে কালিমালিপ্ত করার যন্ত্রণার কথা লিখে গিয়েছেন, তা উপেক্ষা করা যায় না। বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে আজ অবশ্যই ভাবতে হবে, এমন এক রাজনীতির পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে অভিযোগকে ক্রমাগত প্রচার করে বড় করে তোলা হয়।'

কেন ২৫ বছর বিধায়ক থাকার পর এমন সিদ্ধান্ত নিলেন আশিস, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।ধ্রুব বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

জঙ্গি-যোগে ধৃত বাদুড়িয়ার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: তানিয়া খাতুনের পরে আশাফুল, আবারও জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার বাদুড়িয়ার ওই যুবক। তাকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার যদুয়াটি উত্তরগ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া বাসিন্দা বছর ২৫ এর আশাফুল মল্লিক। দেড় বছর আগে একটি নামে কোম্পানিতে নিরাপত্তার কর্মীর কাজ করার জন্য রাজ্য ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেঙ্গালুরুর পুলিশ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আশাফুলের মা হাফিজা বিবি জানান,'ছেলে উত্তর চব্বিশ পরগনা গোবরডাঙা কলেজে বিএ পাশ করেছিল। ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছিল। কিন্তু পাচ্ছিল না, হতাশাগ্রস্ত হয়ে কোম্পানি নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে বেঙ্গালুরু পাড়ি দিয়েছিল। এর মধ্যে সে আর বাড়ি আসেনি। আমার ছেলে অত্যন্ত মেধাবী ভালো ছিল, বলতে পারব না ওখানে কী কাজ করত। ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার বাবাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, অন্যদিকে তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ, কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি যেমন তার কাছ থেকে পেয়েছে, অন্যদিকে মোবাইলের ফোনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী যোগসূত্র পেয়েছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছে। আশাফুলের পরিবার ও প্রতিবেশীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বাদুড়িয়ার মলয়াপুর থেকে বেশ কিছু বছর আগে লস্কর-ই-তৈবা, এমনকি পাকিস্তানি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যোগসূত্র পেয়েছিল কলেজ ছাত্রীদের তানিয়া খাতুন, সে এখনও জেলে রয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপ বিদেশি অর্থ তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এদেশে ঢোকানো, এমনকি নতুন প্রজন্মকে মগজ ধোলাই-সহ একাধিক কার্যকলাপ তার বিরুদ্ধে উঠেছিল। এবার আশাফুলের নাম জড়ালো বাদুড়িয়া থেকে। স্বাভাবিকভাবেই বাদুড়িয়ার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল - ৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০ **ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪**

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

জমি ক্রয়/বিক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন ৯৪৩৩২ ৪৭৬৫২।

CHANGE OF NAME

I,Arun Shaw s/o Ramchandra shaw resident of 2, Upendra Krishna Mondal Lane, Charu Market, Kolkata - 700 033, P.S -Charu Market do declare that I have changed my name from Arun Kumar Shaw to Arun Shaw and henceforth shall be known as Arun Shaw in all purpose,vide affidavit before 1st class judicial magistrate ,Alipore on 10.08.2026 Arun Shaw and Arun Kumar Shaw both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 17/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14683 নং এফিডেভিড বলে আমি, Amit Das S/o. Satyaban Das, R/o. Mogra Hospital Road, Mogra, Hooghy-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (187 Bansberia Assembly, Part No. 80, Sl. No. 129, Hooghly,) আমার নাম Amit Das-এর পরিবর্তে Khokan Das (Nick Name) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যাতে কোনো প্রকার জটিলতার সৃষ্টি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি সজ্ঞানে এই হলফনামা প্রদান করিয়াছি। আমি Amit Das ও Khokan Das (Nick Name) S/o. Satyaban Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19570 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanat Paramanick S/o. Adhir Chandra Paramanick ও Sanat Paramanick S/o. Nezaadhir Ch Paramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Smt. Rinku Bag, W/o Shri Sukdev Malo, D/o Shri Hari Majhi, Resident of Vill- Dumurdahadham, P.O.- Dumurdaha, P.S.- Balagarh, Dist.- Hooghly, Pin- 712515, W.B., have changed my name from Rinku Bag to Rinku Malo vide an Affidavit No. 17351, dated 12.08.2026, sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah. I, Rinku Majhi (maiden name), Rinku Bag (previous married name), and Rinku Malo all are the same and one identical person. Henceforth, I shall be known as Rinku Malo, W/o Sukdev Malo & D/o Hari Majhi, for all future purposes, Aadhaar Card and all my documents should be changed accordingly. This notice is being published for knowledge of all concerned.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত কাশীপুর নিবাসী নেহা বিবি, সেখ ইমাম উদ্দিন, সেখ কলিমুদ্দিন, আব্দুল হাকিম খান, কবিরা বিবি, রেকসোনা বিবি ও রাজিফা খাতুন ব্যক্তিগণ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১১৫ নং জে.এল. ভুক্ত নূরপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৫৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৭২ নং দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত সেখ আব্দুল বাসেদ পিতা- আব্দুল রউফ, সাকিম- কাশীপুর, বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০১৯ সালের ৪ নং বহির ১৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সেখ আব্দুল বাসেদ নূরপুর মৌজার ৫৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৭২ নং দাগের সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রীযুক্ত দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta
Advocate, Bolpur Court, Birbhum

বিজ্ঞপ্তি

In the 5th Court of Addl. District Judge, Paschim Medinipur
Act-VIII Case No. 06/2026
DIF - 7/9/26
Mamoni Manna ..... Petitioner

উপরোক্ত দরখাস্তকারি উক্ত নং মোকদ্দমা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অন্তর্গত কাটান সাকিন এর মৃত শিবরাম মান্নার নাবালিকা কন্যা সুজিতা মান্নার নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী উক্ত আদালতে উক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্যকরা হইবে।

(A) SCHEDULE
District- Paschim Medinipur, P.S.- Ghatal of Mouza- Katan, J.L. No.149.

L.R. Khatian No.	L.R. Plot No.	Nature	Area
6371	1548	Jal	04 decimals
6340	1464	Jal	02 decimals
	2301	Jal	02 decimals
	2390	Jal	01 decimals
	2511	Jal	01 decimals
6558	510	Jal	0.108 decimals
	555	Jal	0.060 decimals
	556	Jal	0.060 decimals
	576	Jal	0.182 decimals
	577	Jal	0.905 decimals
	578	Bastu	0.828 decimals
	586	Kala	0.146 decimals
	587	Kala	0.144 decimals
	588	Pukur	0.172 decimals
	1545	Jal	0.392 decimals
	2132	Jal	0.283 decimals
	2494	Jal	0.184 decimals
	2511	Jal	0.286 decimals

District- Paschim Medinipur, P.S.- Ghatal of Mouza, Ratneswarbati, J.L.No.153.

L.R. Khatian No.	L.R. Plot No.	Nature	Area
6295	430	Jal	02 decimals

District- Paschim Medinipur, P.S.- Ghatal of Mouza, Gobindapur, J.L. No.145

L.R. Khatian No.	L.R. Plot No.	Nature	Area
8376	1696	Jal	01 decimal
1182	1969	Jal	0.09375 decimals

Total 16.84375 decimals

ইতি- অনুমত্যানুসারে
Ananya Roy, সেরেস্তাদার,
Bench Clerk
পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। 14.08.26

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯/২০২৬
বিজ্ঞপ্তি

দরখাস্তকারিণী :- প্রতিমা ঘোষ, স্বামী-শ্রী নির্মল ঘোষ, নিবাস-খুঁড়িগাছি মাঝেরপাড়া, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪, পঃবঃ।

এতদ্বারা **স্বর্গীয় প্রদীপ ঘোষ,** পিতা-শ্রী নির্মল ঘোষ, নিবাস-খুঁড়িগাছি মাঝেরপাড়া, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী **স্বর্গীয় প্রদীপ ঘোষ,** পিতা-শ্রী নির্মল ঘোষ মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

স্বর্গীয় প্রদীপ ঘোষ, পিতা-শ্রী নির্মল ঘোষ মহাশয়ের ভদ্রেশ্বরস্থিত এ্যাঙ্গাস জুট ওয়ার্কস্ কোম্পানী এমপ্লয়ী আই.ডি. এল.বি.নং - টি.পি.৭১৫ হইতে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি বাবদ ৫৬,৫০৬ টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ২,০০,০০০ টাকা, অন্যান্য খাতে প্রাপ্য ১২,৬০৪ টাকা, **সর্বমোট ২,৬৮,১১০ (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত দশ) টাকা তৎসহ সুদ** অত্র তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

প্রতিমা ঘোষ দরখাস্তকারিণী পক্ষে
সুশোভন ঘোষ, আইনজীবী
চঞ্চল বিশ্বাস, সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত চন্দননগর
০৩/০৬/২৬

NOTICE

This is to inform that, **Reeta Dutta** W/o Late Dwijendra Lal Dutta & **Indrani Dutta** D/o Late Dwijendra Lal Dutta, R/o- North Bhawanipur, P.O. Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur-721301, executed General Power of Attorney in respect of **15.3735** Dec. property, vide Deed No IV -13111/24 on 12/12/ 2024 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Indrajit Dutta** S/o Late Dwijendra Lal Dutta in respect of **15.3735** Dec. property, Plot No. RS & LR-1152 & 1153, Khatian No. LR-1584 & 1591, J.L. No.-216, Mouza - Balihati, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx **15.3735** Dec. area of the said property to **Bijoya Dutta** W/o **Indrajit Dutta,** R/o- Srikrishnapur near Manasa Mandir, P.O. Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No.- I-4284/26 on 02/07/2026 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **Reeta Dutta**

NOTICE

(UNDER ORDER 05 RULE 20 OF THE C.P.C)
IN THE 1ST COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION), MIDNAPORE,
DIST - PASCHIM MEDINIPUR
REF: - T.S. NO. 627/2023
SMT. SUPTI PANDIT & OTHERS ....PLAINTIFFS
= VS =
PRADIP KUMAR PAL & OTHERS ...... DEFENDANTS
TO WHOM IT MAY CONCERN

Whereas, the Plaintiffs has filed the Title Suit being no. 627/2023 for declaration, partition and demarcation in respect of the "A" Schedule below land mentioned in the plaint, against the above noted Defendants. Whereas the above noted T.S. No. 627/2023 has been pending before the 1st Court of Ld. Civil Judge (Senior Division), Midnapore and the said case has been pending. Whereas you 34) Rumpa Sahoo W/O - Manoranjan Sahoo & 41) Sushama Mandal Samanta W/O - Chandan Samanta, both of Vill - Hariharpur, P.O- Brahmansasan, P.S - Debra, Dist- Paschim Medinipur, the Defendants to avoid to take the summons in respect of the above noted case by staying the above noted address. Therefore you are hereby request to appear before the 1st Court of the Ld. Civil Judge (Senior Division), Midnapore in T.S. No. 627/2023 and the date is fixed on 09.10.2026, unless the above noted suit be disposed of exparte against you.

SCHEDULE LAND
"A" SCHEDULE BELOW LAND
Dist - Paschim Medinipur, P.S - Debra, J.L. No. 407, Mouza - Hariharpur, R.S. Khatian No. 178/1, L.R. Khatian No. 85, Plot No. 569, Area - 116 Dec.

"A/1" SCHEDULE BELOW LAND
Dist - Paschim Medinipur, P.S - Debra, J.L. No. 407, Mouza - Hariharpur, R.S. Khatian No. 178/1, L.R. Khatian No. 85, Plot No. 569, Area - .0030 Dec, which is shown in Red Colour to the annexed Map.

Butted and Bounded by: - On the North - Land of the Plaintiffs. **On the South** - Vacate Land of the Plaintiffs. **On the East** - Defendant No. 1, 2 & 3. **On the West** - Land of the Plaintiff with Nala

Supriya Patra (Sheristadar),
Civil Judge (Sr. Division),1st Court,
Medinipur, Paschim Medinipur
Pin-721101, West Bengal

NOTICE

This is to inform that, **Sandhyarani Maity** W/o Gour Chandra Maity, R/o- Ward No.- 17, 1136/3 East Padum Nagar, Bhilai-3, P.O +P.S.- Patna, Dist.- Durg, PIN-490025, executed General Power of Attorney in respect of **02** Dec. property, vide Deed No IV-147/23 on 06/04/2023 at Durg- S-R-3, Reg. Office at Patna, in favour of **Ravi Shankar Maity** S/o Gour Chandra Maity in respect of **02** Dec. property, Plot No. RS & LR-113, Khatian No. LR-94, J.L. No.-136, Mouza - Chaksanadhar, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx **02** Dec. area of the said property to **Santu Bera** & **Rintu Bera** S/o **Tapan Bera,** R/o- Murkunya, P.O. Dharendra, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur- 721304, through the Deed No.- I-9362/23 on 12/10/2023 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **Sandhyarani Maity**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী পম্পা মুখার্জ্জী,** স্বামী শ্রী শ্যামল মুখার্জ্জী, সাকিম পাণ্ডুয়া নাকসী মহল্লা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, হাল পাণ্ডুয়া দিঘির উত্তরপাড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং ০৪/০৬/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00117/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী ভোলা রুইদাস,** পিতা শ্রী রাম দেও রুইদাস, সাকিম পাণ্ডুয়া বেনেপাড়া (দক্ষিণ), পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03248/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **স্বাতী রুইদাস,** স্বামী বাসু রুইদাস, সাকিম পাণ্ডুয়া বেনেপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পাণ্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮, হাল এল.আর. ১০৮৩০ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, সাবেক ৩৮৫ নং তথা হাল এল.আর. ৩৮৩ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি, ষোল আনায় ২৩ শতকের মধ্যে ০.১৩৫৯ অংশে ০৩ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা স্বাতী রুইদাস, স্বামী বাসু রুইদাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী ভোলা রুইদাস, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **অর্যমা বোস,** স্বামী - অনিরুদ্ধ দাস, পিতা - মৃত মধুসূদন বোস ওরফে মধুসূদন বিদ, ধর্ম - হিন্দু, (ভারতীয় নাগরিক), পেশা - গৃহকার্য, সাকিম - রায় বাগান, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৫ উপদৃষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, **শ্রীমত্যা সুজাতা বোস** স্বামী - স্বর্গীয় মধুসূদন বোস ওঃ মধুসদন বিদ সাং ৫৫ অনাথ নাথ দেব লেন। পোঃ বেলগাছিয়া। থানা - টালা। জেলা কোলকাতা, পিন - ৭০০০৩৭ বিগত ইংরাজী ২০২৫ সালে D.S.R-I Hooghly অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৯৬৯ নং আমমোক্তার নামা পত্র দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার আছেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী জায় <u>তপশীল</u> জেলা হুগলী থানা গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত সাওরা মৌজা আনন্দপুর J.L. ১৯৯, L.R. Kh. ৬১৯ নং ভুক্ত :- 1) Plot ১, শ্রেণী শালী, ১৲ ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ৩/৪ অংশে ১৪.২৫ শতক; 2) Plot ৩৫, শ্রেণী শালী, ১৲ ষোল আনায় ০৬ শতকের মধ্যে ৩/৪ অংশে ৪.৫ শতক; 3) Plot ৭২৯, শ্রেণী শালী, ১৲ ষোল আনায় ২৪ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১২ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ০৯ শতক; 4) Plot ৭৪০, শ্রেণী পুকুর, ১৲ ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ০.১২৫০ অংশে ২.২৫ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ১.৬৮৭৫ শতক; 5) Plot ৭৪১, শ্রেণী বাস্তু, ১৲ ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ০.১৭৫০ অংশে ৩.৩২৫ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ২.৪৯৩৭৫ শতক; 6) Plot ৭৪৪, শ্রেণী পুকুর, ১৲ ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.১০৪২ অংশে ২.২৯২৪ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ১.৭১৯৩ শতক; 7) Plot ৭৫৩, শ্রেণী শালী, ১৲ ষোল আনায় ০৪ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ১.৫ শতক; 8) Plot ৭৫৬, শ্রেণী পুকুর, ১৲ ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ০.১২৫০ অংশে ২.৩৭৫ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ১.৭৮১২৫ শতক; 9) Plot ১১০৯, শ্রেণী ডাঙ্গা, ১৲ ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.২৫০০ অংশে ১০.৭৫ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ৮.০৬২৫ শতক; 10) Plot ১১১০, শ্রেণী শুনা, ১৲ ষোল আনায় ২৫ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১২.৫ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ৯.৩৭৫ শতক; 11) Plot ১২৮৪, শ্রেণী শালী, ১৲ ষোল আনায় ২৪ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১২ শতক তন্মধ্যে ৩/৪ অংশে ০৯ শতক সম্পত্তি বর্তমান ২০২৬ সালে Hooghly D.S.R.-1 Office- এ রেজিস্ট্রীকৃত I-060113198/2026 নং দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। যাহা আমার মক্কেল ক্রয় করিয়াছেন এবং B.L. & L.R.O অফিসের মিউটেশন কেস্ হইল MN/2026/0613/6821 এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী ব্রহ্মানন্দ দত্ত** [illegible] হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-1887/1984 নং [illegible] করেন এবং **শ্রী অনিল কুমার ধর** পিতা ৺ললিত কুমার [illegible] বিগত ইংরাজী ১৩/০৮/১৯৯৩ তারিখে ডি.এস.আর., [illegible] 06453/1993 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কালিপদ পাল,** [illegible] হুগলী বালী কালীতলা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি [illegible] **শ্রী কালিপদ পাল** নিজ নামে নামপত্তন করিবার পূর্বেই প[illegible] যথা ১)**শ্রীমতী জয়ন্তী পাল,** স্বামী শ্রী গৌর পাল, ২)**শ্রীম**[illegible] ৩)**শ্রীমতী মায়া পাল,** স্বামী শ্রী গৌর চন্দ্র পাল, ৪)**শ্রীমতী**[illegible] ৫)**শ্রীমত্যা দিপালী পাল,** স্বামী ৺ভবেশ পাল, ৬)**শ্রীমতী** [illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু),** চন্দননগর আদালত, হুগলী

দুয়ারে রেশন নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত, বিধায়কদের মতামত চাইল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প চালু থাকবে, নাকি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজ্যে। এই প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবে কতটা সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন, তা জানতে রাজ্যের সব বিধায়ককে চিঠি পাঠিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বিজেপির বিধায়কদের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদের কাছেও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত চাওয়া হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই আগামী দিন প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী।

২০২১ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যে চালু হয়েছিল 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প। রেশন দোকানে গিয়ে সামগ্রী নেওয়ার বদলে উপভোক্তাদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছিল। যদিও সরকার বদলের পর রেশন ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক অভিযোগের তদন্ত ও পর্যালোচনা শুরু করেছে নতুন সরকার। সেই পর্বেই এবার 'দুয়ারে রেশন'-এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এই পরিস্থিতিতে খাদ্যমন্ত্রীর চিঠিতে মূলত জানতে চাওয়া হয়েছে, প্রকল্পটি আদৌ এখনও প্রয়োজনীয় কি না এবং সাধারণ মানুষ এতে কতটা সুবিধা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, বর্তমান ব্যবস্থায় কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, থাকলে কী ভাবে তা বদলানো যায়, সেই মতও বিধায়কদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দপ্তরের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া জানিয়েছেন, কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। সব বিধায়কের মতামত হাতে পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর বক্তব্য, সকল বিধায়কের মতামত নিয়ে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা হবে। যদি অধিকাংশ বিধায়ক চান এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাক, তবে তাই হবে।

অর্থাৎ, প্রকল্পটি এখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমন কোনও সরকারি ঘোষণা এখনও করা হয়নি। আপাতত বিধায়কদের মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। সেই মতামত কোন দিকে যায়, তার উপরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। রেশন দপ্তর সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোর আগেই 'দুয়ারে রেশন' নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন খাদ্যমন্ত্রী। যদিও প্রকল্পটি বন্ধ করা হবে, নাকি কিছু পরিবর্তন এনে চালু রাখা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর তখনই পাওয়া যাবে। ফলে কয়েক বছর ধরে চলে আসা এই রেশন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন নজর বিধায়কদের মতামতের উপরেই নির্ভর করছে।

৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে।

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে মেট্রো রেলভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত।

স্বাধীনতা দিবসে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের গার্ডেনরিচ সদর দপ্তরে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন।

মণীশ শুক্লা খুনের ঘটনায় নতুন করে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ গ্রেপ্তার হতেই সামনে এল মণীশ শুক্লার হত্যা মামলা। ছয় বছর বাদে বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা খুনের ঘটনায় নতুন করে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। রবিবার প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর পিতা চন্দ্রমণি শুক্লা। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ৪ অক্টোবর টিটাগড় থানার অদূরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন দাপুটে বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা। মণীশ খুনে অভিযুক্ত মূল পান্ডারা এখনও ধরা পড়েনি বলে অভিযোগ। থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের করার পর মণীশের পিতা চন্দ্রমণি শুক্লা বলেন, তৃণমূল জমানায় পুলিশ নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা নেয়নি। যদিও নির্মল ঘোষের বাড়ির পাশ থেকেই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র ও মোটর বাইক পুলিশ উদ্ধার করেছিল। তৎকালীন সময়ে উনি প্রভাবশালী থাকায় পুলিশ ওনার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। চন্দ্রমণি শুক্লা বলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। অভয়া কাণ্ডে থানায় নতুন করে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রকৃত খুনিরা যাতে ধরা পড়ে, তাই নতুন করে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। মণীশ হত্যা মামলা নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং রুনু পুরো অপারেশন সঞ্চালন করেছিল। এমনকি নির্মল ঘোষের বাড়ির কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র ও মোটর বাইক উদ্ধার হয়েছিল। এঁরাই অপরাধীদের পালাতে সাহায্য করেছিল।

৪৩ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির, বুথ পর্যন্ত সংগঠন চাঙ্গা করার লক্ষ্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করল বিজেপি। নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'। দু'দিনের এই কর্মসূচিতে দলের ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, কোর কমিটির সদস্য এবং বিধায়কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারাও শিবিরে উপস্থিত রয়েছেন।

নিউটাউনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ, সুনীল বনশাল, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন, শঙ্কর ঘোষ-সহ দলের একাধিক নেতা।

রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণের মূল পর্ব। দলীয় সূত্রে খবর, মোট ১০টি বিষয়কে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির সাংগঠনিক কাজের ধরন, দলের আদর্শ ও ভাবধারা, কার্যকর্তাদের দায়িত্ব, নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীদের সমন্বয় এবং সংগঠন পরিচালনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। তৃণমূল স্তরে দলের আদর্শ ও কর্মসূচি কী ভাবে আরও কার্যকর ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটিও প্রশিক্ষণের অংশ।

এই কর্মসূচির পরবর্তী ধাপ আরও বড় হবে বলেই দলীয় সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। নিউটাউনে প্রশিক্ষণ নেওয়া জেলা স্তরের নেতারাই পরে নিজেদের জেলায় গিয়ে মণ্ডল ও বুথ স্তরের নেতা-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অর্থাৎ এক জায়গায় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসূচি থামছে না। জেলা থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে তখন নির্বাচনী প্রস্তুতি চলায় রাজ্যস্তরের কর্মসূচি করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই মণ্ডল স্তরে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হয়েছে। এবার শুরু হল জেলাস্তরের প্রশিক্ষণ।

ছাব্বিশের নির্বাচনে নতুন রাজ্যে সরকার গঠনের পর দলের পুরনো ও নতুন নেতৃত্বকে একই সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করানোর উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দায়িত্বে থাকা কার্যকর্তাদের পাশাপাশি বিদায়ী নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরও আগামী দিনে দলের সঙ্গে কীভাবে কাজ করতে হবে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও বিজেপির সংগঠনকে জেলা, মণ্ডল এবং বুথ স্তরে আরও সক্রিয় করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে দলীয় সূত্রে খবর। নির্বাচনের পর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের সংগঠনকে কী ভাবে পরিচালনা করা হবে, সেই রূপরেখাও এই প্রশিক্ষণ পর্বে তৈরি করার চেষ্টা চলছে। নিউটাউনের রাজ্যস্তরের শিবির থেকেই সেই কাজের সূচনা হল রবিবার।

নিহত কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলের হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। ছবি- অদিতি সাহা

হাতির হানায় জখম, হাসপাতালে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল পার্বতী নামে এক মহিলার। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জের ঝিটকা বিটের বীরভানপুর গ্রামে। মৃতের নাম পার্বতী দেব সিংহ (৫৫)। তিনি ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। বনদপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝিটকা বিট এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে ১০ থেকে ১৫টি হাতির একটি দল ঘোরাফেরা করছে। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার সময় আচমকা একটি হাতির সামনে পড়ে যান পার্বতী। হাতিটির হাত থেকে বাঁচতে পিছন ফিরে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মহিলাদের রক্তদান

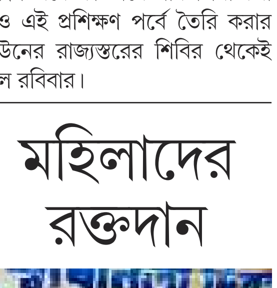

কলকাতা: স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে শনিবার শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা রক্তদান শিবিরে ১৫০ জন রক্ত দিয়েছেন। ফুলবাগানের এই অঞ্চলে ৩২ বছর ধরে চলছে মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস পালন। প্রশাসনের নির্দেশে সেটা অনুষ্ঠিত হয়নি। স্টেজ ও প্যান্ডেল না হওয়ায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একটি গ্যারেজে মহৎ দিনটি পালন করা হয় কালো ব্যাজ ধারণ করে। ফলে অনেক কর্মসূচি বাতিল করায় এলাকার সাধারণ মানুষ খুবই মর্মাহত। সংগঠনের মুখ্য আহ্বায়ক স্বপন সমাদ্দার ও অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারপার্সন পাপিয়া ঘোষ(বিশ্বাস) উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভরসার 100 দিন

৪ স্তম্ভ

বিকশিত
পশ্চিমবঙ্গ
গড়ার

পশ্চিমবঙ্গে নতুন অধ্যায়ের

শুভারম্ভ

শিল্প | স্বাস্থ্য | শিক্ষা | সুশাসন

স্বশক্তিকরণ | সেবা | সুরক্ষা | সমৃদ্ধি

ICA-D1263(16)/2026

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

100 দিন | পরিবর্তন এক নজরে

» শিল্পের 100 দিন

- ₹54,000+ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাবিত
- ₹5,000 কোটির ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ফ্রেমওয়ার্ক
- 100 কোটি টাকার বেশি যারা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স থাকবে
- ₹100 কোটির স্টার্টআপ ফান্ড, নতুন উদ্যোগ ও তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহ

» সুশাসনের 100 দিন

- কার্যকর করা হয়েছে গুন্ডা দমন আইন
- জনতার দরবারে অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে
- রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম কার্যকর
- ঘুষ, তোলাবাজি, বেআইনি টোল বুথ ও বেআইনি মদ ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ জানাতে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন চালু

» সুরক্ষার 100 দিন

- সীমান্ত সুরক্ষার্থে বিএসএফ কে 1000+ একর জমি হস্তান্তর
- রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড ও পিঙ্ক প্যাট্রোল
- সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধে প্রতিটা থানায় সাইবার হেল্প ডেস্ক
- প্রতিটি সাব-ডিভিশনে মহিলা পুলিশ স্টেশন, প্রতিটি থানায় নারী সহায়তা কেন্দ্র

» সমৃদ্ধির 100 দিন

- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টার (AIC Techno) কলকাতায় চালু হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপের বিকাশে কাজ করবে এই কেন্দ্র
- স্বচ্ছ OBC সংরক্ষণ কাঠামো: বেআইনি 17% সংরক্ষণ বাতিল করে 7% ন্যায্য সংরক্ষণ নিশ্চিত
- ‘একটি গাছ মায়ের নামে ‘প্রকল্পে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে 2 কোটি + বৃক্ষরোপণ হয়েছে
- পুরুলিয়া, বালুরঘাট ও মালদায় নতুন এয়ারপোর্ট, কল্যাণীতে দ্বিতীয় গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের উদ্যোগ

» স্বাস্থ্যের 100 দিন

- মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’য় 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিনামূল্যে
- আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের আওতায় 1.43 কোটি পরিবার
- নিউটাউনে বেসরকারি বিনিয়োগ গোষ্ঠীর উদ্যোগে 2,000 শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতালের কাজ শুরু, দরিদ্রদের জন্য 1,000 শয্যা সংরক্ষিত থাকবে
- উত্তরবঙ্গে এইমস ও অত্যাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল, সুন্দরবন ও জঙ্গলমহলে আধুনিক রাজ্য সরকারি হাসপাতাল

» স্বশক্তিকরণের 100 দিন

- 1.19 কোটি অন্নপূর্ণার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে পৌঁছেছে ₹3,000
- মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত
- যুবদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী এক বছরে 1 লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার কাজ শুরু
- সরকারি চাকরিতে 33% মহিলা সংরক্ষণের ঘোষণা

» শিক্ষার 100 দিন

- মিড ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ইসকনের সহযোগিতায় খাবারের মানোন্নয়ন
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় 35,000টি বই অনলাইনে সহজলভ্য করা হচ্ছে
- সরকারি ও বাংলা মিডিয়ামের হাল ফেরাতে স্কুলগুলিকে 296 কোটি টাকা অর্থ সাহায্য
- সরকারি স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, 10 লক্ষের বেশি ছাত্রীকে ‘কন্যারত্ন’

» সেবার 100 দিন

- আবাস যোজনায় 10 লক্ষাধিক উপভোক্তার কাছে প্রতি কিস্তিতে 60,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাঠানো হয়েছে
- মা আহার ক্যান্টিনে মাছ-ভাতের ব্যবস্থা
- প্রবীণ, বিধবা, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মাসিক ভাতা ₹500 বৃদ্ধি
- সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারে দৈনিক বরাদ্দ 56 টাকা থেকে বাড়িয়ে 110 টাকা

ভরসার 100 দিন

উন্নয়নের অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্য

নতুন সরকার | নতুন দিশা | নতুন পশ্চিমবঙ্গ

ICA-D1263(16)/2026

'চুপ ছিলাম, কিন্তু সব কিছু মেনে নিতে পারিনি'

আশিস মৃত্যু-কাণ্ডে সুইসাইড নোট ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: 'চুপ ছিলাম, কিন্তু সব কিছু মেনে নিতে পারিনি। প্রতিবাদ করতে পারিনি তাই আত্মহত্যার মাধ্যমেই প্রতিবাদ করে গেলাম।' আশিস ব্যানার্জী তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলার মানুষকে এই বার্তায় দিয়ে গেলেন। রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ডেপুটি স্পিকারের আত্মহত্যা নিয়ে এমনই বিবৃতি দিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরীর সুষ্ঠ ইঙ্গিত আশিস ব্যানার্জীর মৃত্যুতে তৃণমূলের অন্তর্কলহই দায়ি। তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পাশাপাশি নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানা এলাকায় আততায়ীর গুলিতে কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলের মৃত্যুতে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশকেই

কাঠগড়ায় তুলছেন অধীর।

পাঁচবারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের আত্মহত্যার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সুইসাইড নোট লিখেই নিজের বাড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হয় আশিস ব্যানার্জীর। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের আগে আশিসবাবুর স্যুইসাইড নোটের কাটাছেঁড়া চলছে। এই মৃত্যুর পিছনে কি পারিবারিক কারণ রয়েছে না রাজনৈতিক? বিভিন্ন মহল থেকে এই একই প্রশ্ন উঠে আসছে। যদিও সুইসাইড নোট থেকে উঠে এসেছে, তাঁর নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাতে তিনি মোটেই জড়িত নয়। পরিবারের কাউকে রাজনীতিতে না আসারও অনুরোধ জানানো হয়েছে। অধীর চৌধুরী বলেন, 'আশিসবাবু যথেষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চিনি। বীরভূম জেলার রাজনৈতিক মহলে খুবই জনপ্রিয় সৎ লোক। তৃণমূল প্রশাসনের আমলে বাংলায় যে রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তৃণমূলের আমলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে প্রতিফলন আমরা দেখেছি সেখানে সুস্থ, স্বাভাবিক, সৎ ব্যক্তিত্বদের টিকে থাকা খুবই দুষ্কর। আশিসবাবুর মৃত্যু আমাদের সেটাই দেখিয়ে দিয়ে গেল। আশিসবাবুর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।'

সাংবাদিক বৈঠক থেকেই নাকাশিপাড়ায় বাবা ছেলের খুনের ঘটনায় পুলিশের দিকেই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। অধীরবাবু বলেন, 'নাকাশিপাড়ায় দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে বাকাশিপাড়া থানায় মৃতের পরিবার ও বন্ধু মহল থেকে আগেই জানানো হয়েছিল। সতর্ক করা সত্ত্বেও নাকাশিপাড়া থানার আইসি নিরব ছিল, উদাসিন ছিল। পুলিশের তৎপরতার অভাবেই আনিসুর রহমান ও তার ছেলেকে খুন হতে হলো।'

সুবর্ণরেখার ভাঙনে অস্তিত্বের সংকটে করবনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নদী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে। প্রতিদিন একটু একটু করে ভাঙছে পাড়, নদীর বুকে তলিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি। একসময় যে জমিতে ফসল ফলিয়ে সংসার চলত, আজ সেই জমিই নেই। সুবর্ণরেখার ভাঙনে এমনই সংকটের মুখে পড়েছে গোপীবল্লভপুর-১ নম্বর ব্লকের করবনিয়া গ্রাম। জমির পর এবার ভাঙনের মুখে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিবমন্দির। ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের প্রায় ৩০০টি পরিবার।করবনিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল এই পরিবারগুলির কাছে চাষের জমিই অন্যতম প্রধান জীবিকার অবলম্বন। ফলে একের পর এক কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় তাঁদের জীবিকা ও ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০ মিটার নদীপাড়ের চাষের জমি নদীতে চলে গিয়েছে।নদীভাঙনের খবর পেয়ে রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন নয়াগ্রাম-৩ মণ্ডল বিজেপির সভাপতি ভাস্কর মণ্ডল এবং নয়াগ্রাম-৫ মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁরা নদীপাড় ঘুরে দেখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

বিষয়টি জানানোর আশ্বাস দেন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সুবর্ণরেখার ভাঙন চলছে। বর্ষায় নদীর জলস্তর বাড়লেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ভাঙনের কবলে পড়েছে করবনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বড় অংশ। কৃষকদের সেচের সুবিধার জন্য সরকারি প্রকল্পে তৈরি জল পাম্পও নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে নদীপাড়ের একটি শিবমন্দিরও এখন ভাঙনের মুখে। গ্রামের বাসিন্দা জহরলাল কাঁড়, কুরের তরাই ও বাবাজিচরণ পাণ্ডারা বলেন, 'চোখের সামনে বছরের পর বছর ধরে আমাদের চাষের জমি নদীতে চলে যাচ্ছে। স্কুলেরও অনেকটা অংশ নদীতে চলে গিয়েছে। এখন মন্দির ও বসতবাড়ি নিয়েও আতঙ্কে রয়েছি। দ্রুত বাঁধ তৈরি না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।দগ্রামবাসীদের দাবি, অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, নদীভাঙনপ্রবণ এলাকায় দ্রুত স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমির সমীক্ষা করে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। নয়াগ্রাম-৩ মণ্ডল বিজেপির সভাপতি ভাস্কর মণ্ডল বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে করবনিয়ার নদীভাঙনের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি। দিনের পর দিন মানুষের চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে, স্কুল ও সরকারি জল পাম্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এখন শিবমন্দিরও ভাঙনের মুখে। প্রায় ৩০০টি পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব এবং অবিলম্বে যাতে এলাকায় একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ হয়, সেই দাবি জানাব।দ সুবর্ণরেখার জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে উদ্বেগে নদীপাড়ের মানুষ। তাঁদের দাবি, আর কোনও জমি, স্কুল, মন্দির কিংবা বসতবাড়ি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আগে দ্রুত স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে ভাঙন রুখতে হবে।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, নার্সিংহোম ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বসন্ত নার্সিংহোমে বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনায় চরম উত্তেজনা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে তোলপাড় হয় নার্সিংহোম। কীটনাশক খাওয়া এক স্কুল ছাত্রীকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় ওই নার্সিংহোমে ৯ দিন আগে ভর্তি করে রোগীর পরিবারের লোকজন। সেই দিন থেকেই রোগীর পরিবার কে জানানো হয় কীটনাশক খাওয়া স্কুল ছাত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু রবিবার জানানো হয় রোগির অবস্থা অবনতি হয়েছে। ফুসফুসের অবস্থা খারাপ। অভিযোগ ডাঃ সেখ হাসানুল হাবিবের তত্ত্বাবধানে ওই ছাত্রী ভর্তি হয়। তারপর থেকেই কেবল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ওই রোগীর পরিবারকে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। ডাক্তার ও ঔষধের নামে বিলের উপর বিল করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, পরে ওকে স্বল্পাহারীকে এইচডিইউতে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার বিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা হয় বলে দাবি পরিবারের।এর মধ্যে কয়েক হাজার টাকা তাঁরা পরিশোধ করেন। রোগীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারবার অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলেও তাঁদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। জানা গেছে, আঊড়িতি দুই নম্বর পঞ্চায়েতের পূরা এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা পণ্ডিত (১৫) কীটনাশক খান। রোগির দাদু কাজল পণ্ডিত ও মামার অভিযোগ, চিকিৎসার নামে লুঠ চলছে। নয় দিন ধরে বলা হলো রোগী ভালো আছে। আমাদের রোগিকে দেখতে পযন্ত দেওয়া হয়নি। শুধু অক্সিজেন দিয়ে ফেলে রাখা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রোগির অবস্থা অবনতি হওয়ার জন্য এই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ গোপন সংযোগ করার চেষ্টা করে। রবিবার বিক্ষোভের পরেও সেই চেষ্টা অব্যাহত ছিল। আর এই সংবাদের জন্য মধ্যস্থতা করে স্থানীয় কিছু ইউটিউবার বলে অভিযোগ। যদিও রোগির পরিবার তা মানেননি। টানা বিক্ষোভ চলে। তাদের একটাই দাবি রোগিকে সুস্থ করে বাড়ি ফেরাতে হবে।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, চিকিৎসক এসে রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। যদিও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পক্ষ থেকে এখনও কোনও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উত্তরপাড়ায় ২৩ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তরপাড়া মাখলা ২ নম্বর মন্ডলের উদ্যোগে ১৫ই আগস্ট দেশজুড়ে ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তরপাড়ায় বিজেপি-র উদ্যোগে ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মার্শাল আর্ট প্রদর্শনীতে জমজমাট আয়োজন হয়। উত্তরপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক ও দেশাত্মবোধক কর্মসূচিতে স্থানীয় অধিবাসীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য এবং চিত্তাকর্ষক কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে ভারতের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। আমন্ত্রিত দেশাত্মবোধক সংগীত শিল্পীদের পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

মার্শাল আর্ট প্রদর্শনী যুবসমাজের শারীরিক সক্ষমতা ও আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শনের লক্ষ্যে মার্শাল আর্টের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যা উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরিচালনা ও নেতৃত্ব

সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন উত্তরপাড়া মাখলা ২ নম্বর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি অমিত ভাদুড়ী এবং বিজেপি কর্মী শংকর ঘোষ। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির তাৎপর্য বৃদ্ধি করেন পঙ্কজ রাই জেলা কমিটির সদস্য, সরস্বতী চৌধুরী উত্তরপাড়া মাখলা ৩ নম্বর মন্ডলের প্রাক্তন সভানেত্রী, এছাড়াও এলাকার স্থানীয় নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট গুণীজনেরা এই বর্ণাঢ্য উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং বীরদের স্মরণের মধ্য দিয়ে এই উদযাপনের সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠানে ছোটদের বই খাতা কলম দেওয়া হয়।

এছাড়া দেওয়া হয় চকোলেট, অনুষ্ঠানে অনেক ভিড় হয়।

কুশমন্ডিতে শ্যাম স্টিলের 'হ্যাপিনেস ড্রাইভ'

অমরজিৎ সিংহ রায়

দক্ষিণ দিনাজপুর: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টিএমটি বার প্রস্তুতকারক সংস্থা শ্যাম স্টিলের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিপালের বাগদুমা এলাকায় শনিবার অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সিএসআর কার্যক্রম 'হ্যাপিনেস ড্রাইভ'। স্বাধীনতা দিবসের শুভ লগ্নে শিশু কল্যাণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই মানবিক ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এলাকার প্রায় ১৫০ জন খুদে পড়ুয়ার হাতে বিভিন্ন উপহার ও শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্থানীয় খুদে শিশুদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শিশু শিল্পীদের নাচ, গান ও নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনার মাধ্যমে পুরো প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর পরিবেশে ভরে ওঠে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুদের পড়াশোনায় আরও উৎসাহিত করা এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল এই বিশেষ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এদিনের এই বিশেষ সামাজিক কার্যক্রমে শ্যাম স্টিল কর্তৃপক্ষের বহু পদস্থ কর্মকর্তা এবং স্থানীয় ডিলারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরের এএসএম গৌতম সরকার, টেকনিক্যাল সেলস অফিসার অর্জুন মহন্ত এবং সেলস অফিসার সৌগত দে। এ ছাড়াও স্থানীয় টিএমটি ডিলারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্জন সাহা, সুভাষ চক্রবর্তী, আন্তাজুল

ইসলাম, অরুণ দাস, অসীম রায় ও চন্দ্র শেখর।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। আনন্দঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উপহার বিতরণী পর্বের সফল সমাপ্তির পর উপস্থিত সকল খুদে শিশু ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কেবল ব্যবসায়িক প্রসার নয়, বরং সমাজকল্যাণ ও পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখাও শ্যাম স্টিলের অন্যতম অঙ্গীকার। আগামী দিনেও গ্রামীণ এলাকার শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক কল্যাণে এই ধরনের 'হ্যাপিনেস ড্রাইভ' কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

দুই স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনে এবার স্বাধীনতা সংগ্রামী দুই মনীষীর মুর্তির ওপর দুষ্কৃতী হামলা। আদিবাসীদের পূজনীয় বিরসা মুন্ডার আবক্ষ মূর্তির একাংশ ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা এছাড়াও বি আর আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তির একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনাটি নদিয়ার তাহেরপুর থানার মহিষডাঙ্গা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, গতকাল গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে কিছু দুষ্কৃতী। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই নজরে পড়ে তাদের। জানা যায় এই এলাকা শ্রমজীবী আদিবাসী অধ্যুষিত। গতবছর করম পুজোয় তাদের পূজনীয় দেবতা বিরসা মুন্ডার আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়, একই সাথে স্থাপন করা হয় ডক্টর বি আর আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তি। কেন এই দুষ্কৃতী হামলা? তা অজানা থাকলেও যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তাহেরপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে। যদিও ভেঙে ফেলা মূর্তির একাংশ নতুন করে নির্মাণের চেষ্টা করা হয় এলাকাবাসীর তরফ থেকে। অন্যদিকে, থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্ত নেমেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

স্বাধীনতার এত বছর পরও মাটির রাস্তা, ভরসা অস্থায়ী সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্বাধীনতার এত বছর পরেও গ্রামের প্রধান রাস্তা পাকা হয়নি। নেই স্থায়ী সেতু। যাতায়াতের জন্য ভরসা করতে হচ্ছে একটি অস্থায়ী সেতুর উপর। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এমনই বেহাল পরিকাঠামোর ছবি উঠে এসেছে পূর্ব

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ২ ব্লকের সীতাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উদ্ধারণপুর বিধানপল্লী এলাকায়।

গ্রামের প্রধান রাস্তা বর্তমানে মাটির। প্রধান রাস্তা থেকে বাজারের দিকে যেতে হলে একটি নদী পার হতে হয়। সেই নদীর উপর তৈরি অস্থায়ী সেতুই গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই সেতুর অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন ওই সেতু পারাপার করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়াদের। বিকেলের পর অস্থায়ী সেতু দিয়ে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। তখন নদীপথে নৌকা করে যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা ও পাকা সেতুর দাবি জানিয়ে আসা হলেও এখনও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা ও রাজ্য স্তরে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার সুরাহা হয়নি বলে তাঁদের দাবি। ফলে মাঠের আলপথ দিয়ে চলাচল করেই কোনওরকমে দৈনন্দিন কাজ চালাতে হচ্ছে তাঁদের।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সিপিআইএম এবং তৃণমূল সরকারের আমলেও তাঁদের এলাকায় পাকা রাস্তা ও স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়নি। বছরের পর বছর ধরে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস মিললেও বাস্তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে বর্ষাকালে রাস্তা কাদায় ভরে যাওয়ায় স্কুল পড়ুয়া, বয়স্ক মানুষ ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে সমস্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন, তআর কতদিন মাটির রাস্তা ও অস্থায়ী সেতুর উপর নির্ভর করে চলতে হবে তাদের। কবে তৈরি হবে পাকা রাস্তা ও স্থায়ী সেতু।দ

এ বিষয়ে কেতুগ্রাম ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মন্ডল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, তউদ্ধারণপুর বিধানপল্লীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। সিপিআইএম ও তৃণমূল সরকারের আমলে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হয়নি। গ্রামবাসীরা বারবার বিভিন্ন দফতরে আবেদন জানিয়েও কোনও কাজ পাননি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে পাকা রাস্তা ও সেতু নির্মাণ হলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে।দ

এখন গ্রামবাসীদের একটাই অপেক্ষা;কবে কাটবে তাঁদের দুর্ভোগ, কবে তৈরি হবে পাকা রাস্তা ও স্থায়ী সেতু।

অজয় মুখার্জির নাতির ব্রেন স্ট্রোক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ জ্যোতিষী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর নাতি পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী আচমকাই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ায় তার আগামী ১৮ আগস্টের ধর্মীয় সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় বোলপুরে অবস্থানকালে এই অবস্থা দেখা দেয়

এবং দ্রুত তিনি বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। আইসিইউ সুবিধার অভাবে তাকে দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে বেড না থাকায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাকে পিজি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করায় এবং সেই হাসপাতালের সুপার জানান, যে ওখানে কোনো আইসিইউ বেড খালি নেই। এরপর ওনাকে পিজি থেকে আবার রিটার্ন ব্যাক করিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস এয়ারপোর্টের ৩ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত হেলথ পিলার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।

নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলেকে খুনের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নদিয়ার নাকাশিপাড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানকে নৃশংসভাবে খুনের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বিক্ষোভ মিছিল করল কংগ্রেস। রবিবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের প্রান্তিকায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পথে ওই কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলের উপর হামলা চালিয়ে গুলি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিতেই দুর্গাপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবার-কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবারের মামলায় গ্রেপ্তার আরও দুই। বনগাঁয় আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবার চক্রের আরো দুই পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতরা হলেন পেট্রাপোল থানার খলিতপুরের জীবন কর এবং বনগাঁ থানার ভাষানপোতার জামাল মন্ডল। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে বনগাঁ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে রবিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত ১২ আগস্ট বনগাঁর বাজিতলা এলাকার শাহিদুল মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে একটি পিস্তল এবং দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে পুলিশ এবং গ্রেপ্তার করা হয় অনুপ খান নামে আরও এক ব্যক্তিকে।এই ঘটনায় পুলিশের সামনে আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবারের তথ্য উঠে আসে। পুলিশ দুই ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নেয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে জীবন এবং জামালের নাম।শনিবার দুজনকে গ্রেফতার করে রবিবার ধৃতদের বনগাঁ মহাকুম আদালতে পেশ করে বনগাঁ থানার পুলিশ।

কাঁকসায় স্কুল ভাঙচুর, পুলিশকে মারধর, ধৃত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার কাঁকসার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ঢুকে বিদ্যালয়ের ভেতর ভাঙচুর করার পাশাপাশি পুলিশকে মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে কুড়িজনকে গ্রেফতার করল কাঁকসা থানার পুলিশ।ধৃতদের মধ্যে দুইজন মহিলা এবং একজন নাবালক রয়েছে।নাবালককে আসানসোল জুবিনাইল কোর্টে এবং বাকি ১৯ জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃত সকলকেই আদালতে পেশ করা হয়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুই পড়ুয়ার মধ্যে মারামারির ঘটনায় কাঁকসার বিডিও অফিস সংলগ্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপাল পানাগড় বাজারে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্তোষ সিং নামের এক অবিভাবককে ও তার ছেলেকে বিদ্যালয়ে ডেকে পাঠায়। রাত পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ভেতরেই তাদের মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের চার শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে সন্তোষ সিংকে মারধর করা হয় বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। শুক্রবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান সন্তোষ সিং। এই বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে পানাগড় বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্তোষ সিং ও এলাকার মানুষ তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়।সেখানে খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ওই শিক্ষক কে উদ্ধার করে বিদ্যালয়ে পৌঁছায়। কিন্তু এলাকার বাসিন্দারা কোনভাবেই বিষয়টি মিটমাট না করে। বিদ্যালয়ে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর শুরু করে। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী কে মারধর করা হয় হলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার আইসি এবং কাঁকসার এসিপি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি শান্ত করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করে মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ছয় ইঞ্চি ভারতমাতার মূর্তি গড়ে নজির ছোট্ট সোহানির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রামপ্রসাদ লিখেছিলেন,'মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই।' আজ মনের খুশিতে রঙীন আঠা দিয়ে ভারত মায়ের মাত্র ৬ ইঞ্চি মূর্তি গড়ে নজির তৈরি করলো ক্লাস টু এর ছাত্রী ছোট্ট সোহানী। আর ছোট্ট সোহানির ছোট্ট ভারত মায়ের মূর্তি ঘিরে রীতিমতো শৈগোল পড়ে গিয়েছে হাওড়ার শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া

গ্রামে। দাদু জগদীশ কাঁড়ার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত মৃৎ শিল্পী। সোহানী র বাবা সুমন্ত ও সোহানী র কাকা, জেটু ও প্রতিমা তৈরির কাজে যোগ্য সঙ্গ দেন। আর তাই দেখে দেখে সোহানীর মনে ও শিল্পী সত্ত্বা যে বিরাজমান তার প্রমাণ মিলেছে হাতে নাতে। স্কুলে হাতের কাজের জন্য বাজার থেকে রঙিন আঠা বা ক্লে বলে তা কিনে আনতে হয়। আর তা দিয়ে ছোট্ট সোহানি খেলার ছলে গড়ে তোলে একের পর এক মূর্তি। কোনোটা পাঁচ ইঞ্চি, কোনটা তিন ইঞ্চি, কোনটা আবার ছয় ইঞ্চি। এমনিতে ছোট্ট সোহানী লক্ষ্মী, গণেশ ,কার্তিক, সরস্বতী, দুর্গা এসব প্রতিমা দেখেছে। কিন্তু ঘরের ক্যালেন্ডার এ থাকা ভারত মাতার ছবি দেখে স্বাধীনতা দিবসের দিন বিকালেই সে তৈরি করে ফেলেছে ভারতমাতা র মূর্তি। হাতে জাতীয় পতাকা। আর ছোট্ট সোহিনীর এ হেন কীর্তিতে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি তার পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষও। ছোট্ট শিশুর মনে ভারত মাতার এই ছবি গেঁথে যাওয়াতে সার্থক আমাদের স্বাধীনতা। এমনটাই জানিয়েছেন বড়রা।

বাজারে 'জয় শ্রীরাম' এবং পদ্মফুলের রাখির চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সরকারি রাখির বরাত এবারও মেলেনি, তবু মুখে হতাশার ছাপ নেই কালনার রাখি শিল্পীদের। কারণ বাজারে চাহিদা তুঙ্গে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ও পদ্মফুলের ছাপ দেওয়া রাখির। রাখি পূর্ণিমা যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অর্ডার। কালনা থেকে কলকাতা, আর কলকাতা হয়ে অযোধ্যা ছুটছে কালনার শিল্পীদের হাতে তৈরি রাখি। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততায় নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই শিল্পীদের। সরকারি বরাত না পাওয়ার আক্ষেপ থাকলেও নিজেদের তৈরি রাখির চাহিদায় এখন মুখে চওড়া হাসি তাঁদের। রাখি পূর্ণিমার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তাই এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা কালনার রাখি শিল্পীদের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি ও কারখানায় চলছে রাখি তৈরির কাজ। রঙিন সুতো, পুঁতি, জরি ও নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে একের পর এক রাখি। তবে এবারের বাজারে বিশেষ নজর

কেড়েছে 'জয় শ্রীরাম' লেখা এবং পদ্মফুলের ছাপ দেওয়া রাখি। এই রাখির চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে কালনা থেকে বিপুল পরিমাণ রাখি যাচ্ছে কলকাতায়। সেখান থেকেই আবার 'জয় শ্রীরাম' লেখা রাখি পাড়ি দিচ্ছে অযোধ্যার উদ্দেশে। কালনার জগন্নাথতলা এলাকার কালনা উইভার্স আর্টিজেন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-তেও এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। সংস্থার সম্পাদক তপন মোদক জানান, 'প্রতি বছর যুব কল্যাণ দপ্তরের তরফে সরকারি রাখির বরাত পাওয়া যায়। সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সরকারি রাখির বরাত মেলেনি।' তবে সরকারি বরাত না পাওয়ার সেই আক্ষেপ অনেকটাই মুছে দিচ্ছে বাজারের চাহিদা। বিশেষ করে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ও 'পদ্মছাপ' রাখি র অর্ডার ভালো থাকায় শিল্পীদের কাজের ব্যস্ততা বেড়েছে। ফলে শেষ মুহূর্তে সরকারি বরাত মিলবে কি না, সেই অপেক্ষার পাশাপাশি নিজেদের তৈরি রাখির বিক্রি নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী শিল্পীরা। শুধু জয় শ্রীরাম কিংবা পদ্মছাপ নয়, বাজারে রয়েছে নানা ধরনের রাখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা মাতা-সহ বিভিন্ন মনীষীর ছবি দেওয়া রাখিরও চাহিদা রয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুভেন্দু অধিকারী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া রাখিও তৈরি করছেন শিল্পীরা। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে আধুনিক ডিজাইনের নানা ধরনের রাখি। ফলে বৈচিত্র্যও রয়েছে বাজারে। শিল্পীদের আশা, রাখি পূর্ণিমার আগে শেষ কয়েকদিনে অর্ডার আরও বাড়বে। সরকারি রাখির বরাত না পাওয়ার কষ্ট অবশ্যই রয়েছে। কারণ সরকারি কাজ এলে তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি পান শিল্পীরা। তবু এবারের বাজারে জয় শ্রীরাম লেখা ও পদ্মছাপ রাখির চাহিদা তাঁদের নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে। সরকারি বরাত না থাকলেও বাজারের বরাতেই এখন ব্যস্ত কালনা। হাতে সুতো, চোখে নতুন স্বপ্ন রাখি শিল্পীদের আশা, এবারের রাখি পূর্ণিমা তাঁদের ঘরে বয়ে আনবে ভালো রোজগার ও হাসি।

পুরুলিয়ার কারখানা ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রুক্ষ পুরুলিয়ার মাটিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগেটেড স্টিল প্রজেক্ট এর আজ সোমবার দুপুরে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়। আজ সোমবার দুপুরে আকাশ পথে পুরুলিয়ায় আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি

অমিত মেটালিক্স নামে এই ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

রঘুনাথপুর-১ ব্লকের দুরমুট মৌজায় গড়ে উঠতে চলেছে এই বেসরকারি অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানা। রুখাসুখা পুরুলিয়ার মাটিতে স্বাভাবিকভাবেই জেলার শিল্পাঞ্চলের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক যুক্ত হতে চলেছে। রঘুনাথপুর-১ ব্লকের দুরমুট মৌজায় এই শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম-এর কাছ থেকে মোট ১৪৮ একর জমি নিয়ে প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে অত্যাধুনিক এই ইস্পাত কারখানার পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১,৬০০ জনের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হয়েছে শিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে। এই শিল্প সংস্থা কর্তৃপক্ষ আরো জানিয়েছে যে, ক্ষ্মসমস্ত আইন ও পরিবেশগত বিধি মেনেই কারখানা গড়ে তোলা হবে ।

জমিদাতা বানেশ্বর গাঙ্গুলী, নারাণ সূত্রধররা বলেন, 'আমরা কারখানা গড়তে জমি দিয়েছি। কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছেন জমিদাতা ও স্থানীয়দের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়াও রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন। তাই এলাকাবাসীরা এই কারখানাকে ঘিরে আশায় বুক বাঁধছেন।'

নির্মাণ সংস্থার সভাপতি ভবেশ মহান্তি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম এর কাছ থেকে ১৪৮ একর জমি নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানাটি গড়ে উঠবে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হবে। তাঁর দাবি, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৬০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। ওই এলাকার অর্থনৈতিকভাবে উন্নতিসাধন ঘটবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রঘুনাথপুরের কারখানা গড়ার ভিত্তি স্থাপন শেষ করার পর জেলার অন্য প্রান্ত মানবাজারে জাইকা জল প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। তার আগে হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয় রবিবার রঘুনাথপুরে ও মানবাজারে। রবিবার বেলা দুটো নাগাদ মানবাজার এক নম্বর ব্লক স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়।কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়। মানবাজার-১ ব্লক স্টেডিয়ামে নেমে তিনি জামদা জাইকা জল প্রকল্পে যাবেন, সেখান থেকে ফিরে এসে মাধবপুর ফুটবল ময়দানে একটি জনসভা করবেন।

দুর্গাপুরে পরিবহণ সংক্রান্ত বৈঠকে মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার দুর্গাপুরের সার্কিট হাউসে পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি বৈঠক করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই ও দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়া বৈঠকে এসবিএসটিসি-র এমডির পাশাপাশি ডেপুটি এমডি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাস পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিবহণ মন্ত্রী সব স্তরে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

বৈঠকে পশ্চিম বর্ধমানের আরটিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এতে রাজস্ব সংগ্রহের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ভারত-নেপাল সীমান্তের নিরাপত্তা পরিদর্শনে এসএসবির মহাপরিচালক

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল পানিটানকি সীমান্ত চৌকিতে অনুষ্ঠিত ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এসএসবি-র মহাপরিচালক সঞ্জয় সিংঘল ভারত-নেপাল সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি ১৫ আগস্ট শিলিগুড়ির ইন্সপেক্টর জেনারেল বন্দন সাক্সেনার সঙ্গে ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তিনি ৪১তম ব্যাটালিয়ন (রানিডাঙ্গা)-এর অধীনে পানিটানকি বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) এবং ৮ম ব্যাটালিয়ন (খাপরাইল)-এর অধীনে বারামনিরামজ্যোত বিওপি পরিদর্শন করেন। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নজরদারি, প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। ডিজি সঞ্জয় সিংঘল সীমান্ত বাহিনীর মোতায়েন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের কার্যপ্রণালী ও প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন । এবং সীমান্ত নিরাপত্তাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশন জারি করেন। এস এস বি নেপাল থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিদেরও স্বাগত

জানান এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁদের মিষ্টিমুখ করান। স্বাধীনতা দিবসের দিন এসএসবি -র ৮ম ব্যাটালিয়নের বারামনিরামজ্যোত সীমান্ত চৌকিতে একটি ড্রোন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন ডিজি এবং ড্রোনের মাধ্যমে পরিচালিত সীমান্ত নজরদারি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা পর্যালোচনা করেন। তিনি সীমান্ত নিরাপত্তার কার্যকারিতা আরও জোরদার ও উন্নত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের ওপর জোর দেন।

কাঁকসায় সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় কাঁকসা থানায়। প্রতি বছরের মত এবছরও কাঁকসা থানায় সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা ও সিভিক ভলান্টিয়াররা।

প্রতি বছরের মত এবছরও লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পরেই কাঁকসা থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কাঁকসার আইসি সন্দীপ দাস।জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট দিয়ে অভিবাদন জানান পুলিশ কর্মীরা।

পাশাপাশি এদিন থানায় আসা সমস্ত এলাকাবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয় কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।শনিবার বিকালে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কাঁকসার ডাকবাংলো মোড় থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। এদিন এই পদযাত্রায় কাঁকসার ভিবিন্ন প্রান্তের পুরুষ ও মহিলা পদযাত্রায় যোগ দেয়।এদিন ডাকবাংলো মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু করে পদযাত্রা কাঁকসা হাট তলায় পৌঁছানোর পর সেখানে নানান অনুষ্ঠান হয়।তার পর পদযাত্রা কাঁকসার মোল্লা পাড়া কেনেলপার হয়ে কাঁকসা রোড ধরে পৌঁছায় পানাগড় বাজারে চৌমাথা মোড়ে।অন্যদিকে সারা দেশের পাশাপাশি কাঁকসা ব্লক কংগ্রেস পক্ষ থেকে পালিত হয় দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস।এদিন প্রথমে পাণাগড় বাজারে চৌমাথা মোড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন কংগ্রেস কর্মীরা।এর পরেই কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পানাগড় বাজারে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীত গেয়ে জাতীয় পতাকা কে অভিবাদন জানান উপস্থিত সকল কংগ্রেস কর্মীরা।এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সকলকে মিষ্টিমুখ করা হয়। অন্যদিকে ভারত বর্ষের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে। অন্যান্য স্কুলের পাশাপাশি এদিন সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গেয়ে জাতীয় পতাকা কে অভিবাদন জানান সকলে। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। দেশাত্ববোধক গানের সাথে ছাত্র ছাত্রীদের নৃত্যের তালে শোভাযাত্রা গোটা পানাগড় বাজার পরিক্রমা করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শেষ হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি সকলকে ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা ও এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। অন্যদিকে, সারা দেশের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতকুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয়েও পালিত হয় ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস।এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি নাচ গান আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবদাস নাগ, এছাড়াও ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সবুজায়নের বার্তা দিয়ে বিদ্যাল চত্বরে শতাধিক চারাগাছ রোপন করা হয়।এদিন অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

জিতুটোলা গ্রামে ব্যাপক গঙ্গার ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রবিবার সকাল থেকেই রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলা গ্রামে ব্যাপক গঙ্গার ভাঙন শুরু হওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছে অসংখ্য পরিবার। এদিন সকাল নয়টা থেকে জিতুটোলা গ্রামে একের পর এক পরিবারগুলি ভাঙ্গনের জেরে বাড়িঘর ফেলে পালাতে থাকেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ২৫ টি পরিবারের দেড়শো জন মানুষ ভাঙ্গনে ক্ষতির মুখে পড়েছে। ৩০টিরও বেশি পাকা এবং টিন ও টালির ছাদ দেওয়া বাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বাড়ির আসবাবপত্র, রান্নার জিনিস কোনও কিছুই সরাতে পারে নি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি । মুহূর্তের মধ্যে ভাঙন হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ওই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় পঞ্চায়েত অথবা প্রশাসনের কোনও প্রতিনিধি না যাওয়াই চরম বিক্ষোভ দেখান ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, যেভাবে ভাঙন চলছে তাতে কয়েক দিনের মধ্যে এই এই জিতুটোলা গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে ভাঙ্গন ঠেকাতে অস্থায়ীভাবে প্রতিরোধের কাজের দাবিও তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা । পাশাপাশি এদিন ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২৫ টি পরিবারের অনেকেই স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় নিয়েছেন। যারা স্কুলে জায়গা পায় নি তারা ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আম বাগানের নিচেই রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জুড়ে গঙ্গার ভাঙ্গনের প্রভাব বহু বছর ধরেই রয়েছে। প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে শুরু হতেই একের পর এক গ্রাম ভাঙ্গনের জেরে ক্ষতির মুখে পড়ছে। এদিন জিতুটোলা গ্রামের ২৫ টি পরিবারের প্রায় ১৫০ জন মানুষ স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাঁধের রাস্তায় আশ্রয় নেয়।

এদিন ভাঙ্গনের ক্ষতিগ্রস্ত পাপুল পোদ্দার, দেবাশীষ স্বর্ণকার, মনিকা স্বর্ণকারদের বক্তব্য, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে নদী ছিল। কিন্তু সকাল নয়টার মধ্যে সেই নদী ভাঙ্গন বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছে যাবে কেউ কল্পনাতেই ভাবি নি। মুহূর্তের মধ্যে পাকা ঘর বাড়ি হুরমুড়িয়ে ভাঙ্গলের তোড়ে গঙ্গা নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ঘরের

আসবাবপত্র সবই হারাতে হয়েছে। কোনরকমে পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছি। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন থেকে একবারের জন্যও খোঁজ খবর নিয়ে দেখে নি।

ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, রতুয়ার ভাঙ্গন দীর্ঘদিনের সমস্যা। আর এই ভাঙ্গনের কাজ নিয়ে তৃণমূল জামানায় অনেক তোলাবাজি হয়েছে , আর্থিক দুর্নীতি করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্য কে একাধিকবার কোটি কোটি টাকা ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য দিয়েছে। কিন্তু কাজ সঠিকভাবে করা হয় নি। যার ফলে আজকে এই অবস্থা। যদিও বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

রতুয়া তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন , যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। এলাকার এই ভাঙ্গন স্থায়ী সমাধানের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। যেটা কেন্দ্র ছাড়া সম্ভব নয়। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গঙ্গার ভাঙ্গন রুখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, কতগুলি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার একটি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি সঙ্গে যোগাযোগ করে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে ভাঙ্গন মেরামতির কাজ কিভাবে করা যায় সেব্যাপারেও সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

দুই যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের মাঝেই রক্তারক্তি-কাণ্ড হুগলির চুঁচুড়ায়। দুই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বলাগড়ের দাস পাড়ায়। শনিবার রাতে এলাকার একটি ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খ াওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ক্লাবের সামনের মাঠে বেশ কয়েকজন যুবক বসেছিলেন। হঠাৎ দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক সময় বচসা চরম আকার নেয়। এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুই যুবক। তাঁরা বর্তমানে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে একটি ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। ক্লাবের সামনের মাঠে কয়েকজন যুবক বসে থাকার সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। বচসা চরমে উঠতেই এক পক্ষ ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলায় গুরুতর জখম হন রাহুল দাস ও অভিজিৎ মিত্র।

পুলিশ জানিয়েছে, জখম দুই যুবকের নাম রাহুল দাস এবং অভিজিৎ মিত্র। অভিযুক্ত উত্তম দাস ও শুভ দাসের সঙ্গে রাহুলের পুরোনো শত্রুতা ছিল বলে দাবি পুলিশের। রাহুলের পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা স্থানীয় বিজেপি কর্মী। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুভ ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাহুলের গলায় কোপ মারে বলে অভিযোগ। রাহুলকে বাঁচাতে গিয়েই জখম হন অভিজিৎ। চিৎকার শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই রক্তাক্ত অবস্থায় রাহুল এবং অভিজিৎকে উদ্ধার করেন। পরে খবর দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানায়। পুলিশ এসে সকলকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাহুলের গলায় গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। সেখানে ১৮টি সেলাই পড়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে অভিজিতের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। হামলার আসল কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

বাইক নিয়ে স্টান্ট, মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাইক নিয়ে স্টান্ট করতে গিয়ে মৃত এক এবং গুরুতর জখম আরও এক যুবক। স্বাধীনতা দিবসের সকালে বেপরোয়া গতির বলি দুই যুবক। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গুড়াপ এলাকার জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখ ানে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আর এক জনের সেখানেই চিকিৎসা চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্বাধীনতা দিবসে সাত থেকে আটজনের একটি দল জাতীয় সড়কে বাইক নিয়ে স্টান্ট দেখাচ্ছিল। সেই সময়ে এক বাইকের দুই আরোহী আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন দুজনেই। গুরুতর জখম হন দুই যুবক। খবর জানাজানি হতেই ছুটে যান স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন গুড়াপ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর দখম অবস্থায় দু'জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই এক যুবকের মৃত্যু হয়। আর একজনের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই যুবক উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানা এলাকার বাসিন্দা। তবে তাঁদের নাম এখনও জানা যায়নি। তাঁদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে দাবি পুলিশের। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিছক দুর্ঘটনা, না অন্য কোনও কারণ রয়েছে,তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ

'তেপান্তর' নাট্যগ্রামের কর্ণধার পেলেন নাট্য সম্মান সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত বৃহস্পতিবার কাঁকসার সাতকাহনিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং 'তেপান্তর' নাট্যগ্রামের কর্ণধার ও 'এবং আমরা' নাট্যদলের পরিচালক কল্লোল ভট্টাচার্য পান দেশের সর্বোচ্চ নাট্য সম্মান সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার। বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন।জানা গিয়েছে, ১৯৯৪ সালে কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাত কাহনিয়া গ্রামে 'তেপান্তর' নামে একটি নাট্যগ্রাম গড়ে তোলেন। স্থানীয় দিনমজুরদের নিয়ে নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন কল্লোল বাবু। বর্তমানে সেই 'তেপান্তর' দেশ-বিদেশের নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নাট্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে জনপ্রিয়। কলকাতার মূল নাট্যবৃত্তের বাইরে থেকে তাঁর এই জাতীয় স্বীকৃতি পশ্চিম বর্ধমান তথা বাংলার

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।যার কারণে তাকে রাষ্ট্রপতি নিজে হাতে পুরস্কার তুলে দেন। গ্রামে ফিরতেই উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছে গ্রাম জুড়ে।

গ্রামে ফিরে আসলে তাকে সংবর্ধনা জানান বিভিন্ন ব্যক্তিরা কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা-সহ এলাকার মানুষ।

চন্দ্রকোনা থানায় স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনা থানায় যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হল দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে

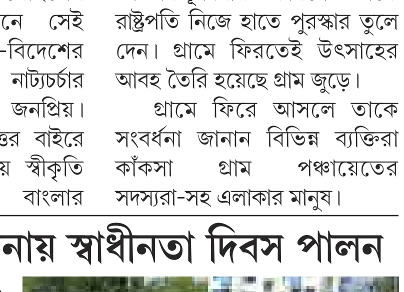

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা। দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বার্তাও তুলে ধরা হয়।

বীরভূমে মর্যাদার সঙ্গে পালিত স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সারা দেশের পাশাপাশি মর্যাদা ও উৎসাহের সঙ্গে বীরভূমেও পালিত হল ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সকাল থেকেই বাড়ির ছাদে ছাদে উড়তে দেখা গেল জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা দিবসের আবেগে সাধারণ মানুষও সামিল হন দেশের বীর শহিদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচিতে।

সিউড়িতে বীরভূম জেলা প্রশাসন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলাশাসক ধবল জৈন। পতাকা উত্তোলনের পর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলাশাসক ধবল জৈন, অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভম আগরওয়াল অতিরিক্ত জেলাশাসক* কৌশিক চট্টোপাধ্যায় অতিরিক্ত জেলাশাসক বুলবুল বাগচী প্রমূখ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রশাসন ভবন চত্বরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পাশাপাশি পুরস্কৃত করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। এদিন জেলাশাসক ক্ষুদেদের সাথে ছবিও তোলেন।

বীরভূম জেলা পরিষদেও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস এই উপলক্ষে জেলা পরিষদে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়। সভাধিপতি ফাইজুল হক জেলা পরিষদে আসবেন বলে প্রথমে জানালেও কোনো এক অজানা কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকেন বীরভূম জেলা পরিষদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়া রেড রোজ ক্লাবে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক ধবল জৈন, উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিনহা, রেড রোজ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বৃন্দ সমাজসেবী দীপক দাস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শিবাজী মন্ডল প্রমুখেরা।*সংগ্রাম, দেশের গৌরবময় ইতিহাস এবং জাতীয় চেতনার কথা তুলে ধরেন জেলাশাসক ধবল জৈন। পরে তিনি রক্তদাতাদের সঙ্গে মিলিত হন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলেজ পাড়ায় রেনবো ক্লাবেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় । সাধারণ মানুষের হাতে এদিন জাতীয় পতাকা ও বিতরণ করা হয়। সিউড়ি শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করে পতাকা উত্তোলন করা হয়। উত্তোলন করেন সিউড়ি শহর বিজেপি সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী ।এদিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের শিল্পী সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। বীরভূম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এই শোভাযাত্রা বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে। অন্যদিকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে সকালে বাইক রেলি বের করা হয়। বিকালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সিউড়ি নগরের পক্ষ থেকে সার্কিট হাউস মোড় থেকে সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রা বের করা হয়। এসপি মোড় থেকে সিউড়ি ব্রাদারস ১৫০ ফুট জাতীয় পতাকা নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। শনিবার বিকেলে সিউড়ি তিলপাড়া সম্মিলনী ক্লাব ময়দানে সাধনা ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ক্ষ্মবন্দেমাতরমক্ষ্ম গানের সার্ধশত বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেড়শ কণ্ঠে ক্ষ্মবন্দেমাতরামক্ষ্ম পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি সাধনা ফাউন্ডেশনের কচিকাঁচারা ও মন্দিরা নৃত্য ও নাট্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটির শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন । এদিন দেশের বীর শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

হিলিতে স্বনির্ভর হস্তশিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নেওমহিলাদের স্বনির্ভর করে সমাজের মূল স্রোতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সীমান্তবর্তী হিলিতে আয়োজিত হলো প্রথম স্বনির্ভর হস্তশিল্প মেলা। ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'মানবতা সমাজসেবী সংগঠন'-এর উদ্যোগে হিলির লাট্টু ময়দানে এই দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলায় হিলি ব্লকের ১৪ জন হস্তশিল্পী তাঁদের হাতে তৈরি নানা বৈচিত্র্যময় সামগ্রী নিয়ে অংশ নেন। প্রদর্শনীতে ঠাঁই পায় কাঠের মুখোশ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কস্টিউম জুয়েলারি, ফেব্রিকের কাজ এবং ফুল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম। এর পাশাপাশি মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য ছিল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের খাবারের সম্ভার। স্থানীয় শিল্পীদের নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি ও প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাই ছিল এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের নিজস্ব প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে আয়ের মুখ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজকরা। মানবতা সমাজসেবী সংগঠনের সভাপতি অঙ্গন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগে এই মেলাটি একটি বিশেষ মাত্রা পায়, যা স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন হিলি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নেহা কাশ্যপ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের তিওড় শাখার স্বামী দিবাকরানন্দ মহারাজ, উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাস এবং হিলি বিওপি-এর বিএসএফ 'অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফ্যাকিং ইউনিট'-এর আধিকারিক সুজয় হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দিনভর হস্তশিল্প প্রদর্শনের পাশাপাশি নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশেষ যোগব্যায়াম প্রদর্শনী, যার মাধ্যমে সুস্থ শরীর, শৃঙ্খলাবোধ

এবং সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের সম্পাদক চন্দ্রিমা সরকার জানান, স্থানীয় নারীদের দক্ষতাকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করাই তাঁদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশে আগামী দিনে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই ধরণের মেলা ও সামাজিক উদ্যোগ আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। গ্রামীণ শিল্প ও নারী ক্ষমতায়নের এই প্রয়াস এলাকায় একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

মহানায়কের জন্মশতবর্ষে রাজ্য সরকারের 'উত্তম-উদ্যোগ' অবশ্যই প্রশংসনীয়

তিনি কোটি কোটি বাঙালির আবেগ। রূপোলি পর্দার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর জায়গা বাঙালির হৃদয়ে। মৃত্যুর পাঁচ দশক পেরিয়েও তিনি বাংলার মহানায়ক — উত্তমকুমার। চলতি বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ও আগামী প্রজন্মের সামনে তাঁকে ও তাঁর কাজ তুলে ধরতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে রয়েছে, নন্দনের আদলে নতুন চলচ্চিত্র কেন্দ্র, মহানায়কের স্মৃতিতে বিশ্বমানের সংগ্রহশালা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই চলচ্চিত্র কেন্দ্রে থাকবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাগৃহ। এর পাশাপাশি সেখানে বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্বমানের সংগ্রহশালার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেখানে বাংলা ছবির শতবর্ষের পোস্টার, স্মারক, সিনেমার বিভিন্ন নথি ও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সামগ্রী সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু রাজ্যে নয়, দেশ-বিদেশেও বছরভর কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, উত্তমকুমারের অভিনয় জীবন এবং বাংলা সিনেমায় তাঁর সাংস্কৃতিক অবদানকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর প্রথম পর্ব হবে আগামী সেপ্টেম্বরে। এই পর্বে উত্তমকুমার অভিনীত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি আলোচনা সভা এবং বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজিত হবে। সবমিলিয়ে উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানাতে কোনও চেষ্টাই বাদ দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। এখানে মনে রাখা দরকার, এর আগের কোনও সরকার কিন্তু মহানায়ককে নিয়ে এভাবে কোনওদিন ভাবেইনি। বামফ্রন্ট সরকার তো উত্তমকুমারকে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূর, তাঁর থেকে দূরেই ছিল। মৃত্যুর পরও তাঁকে যথোচিত সম্মান দেয়নি বামেরা। পরবর্তীতে তৃণমূল নেত্রী মহানায়ককে সম্মান জানানোর বদলে তাঁর ইমেজ ও টলিউডের কুশীলবদের জনপ্রিয়তাকে নির্বাচনী লড়াইয়ে পুঁজি করার কৌশল নিয়েছিলেন। এবারই প্রথম কোনও সরকার উত্তমকুমারকে সত্যি সম্মান জানানোর উদ্যোগ নিল। তাই এর প্রশংসা করতেই হবে।

শব্দছক ২৪৫

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. দক্ষিণদিশা ৪. মার্জনা ৬. সময় বা দন্ড ৭. অন্ধকার ৯. সাইজ নিরূপন ১০. হিমাচলের রাজধানী ১১. শিশু গাছের কচি পাতা ১২. বেঠিক বিচার ১৪. অবিরাম গতি ১৫. খালজাতীয় জলাশয় ১৬. সম্মান ১৭. সহযোগ ১৮. শুষ্ক বালুময় সুবিশাল প্রান্তর ১৯. মুনি-ঋষিদের তপস্যা ভূমি

ওপর-নিচ: ১. ঘন ঘন ডাক দেওয়া ২. সরু পাইপ ৩. যৎসামান্য সংখ্যক ৫. সুন্দরবনের এক নদী ৮. কোচবিহারের নামী জলাশয় ৯. মুটে ১২. বিরতিহীন ১৩. যুদ্ধক্ষেত্র ১৪. আদি বা শুরু ১৭. সমস্ত

সমাধান ২৪৪ — পাশাপাশি: ১. মহাদেব ৩. অমর ৫. হাসি ৬. সরকার ৯. অদ্য ১০. প্রসাদ ১১. অলস ১৩. বোকা ১৪. মনোহর ১৮. তরী ১৯. ঠাকুর ২০. চরম

ওপর-নিচ: ১. মজা ২. দেবর ৩. অসি ৪. রঙ্গ ৫. হার ৬. সদ্য ৭. কাঙাল ৮. সমারোহ ৯. অর্ধ ১১. অকাতর ১২. সম ১৫. মাটির ১৬. রশি ১৭.বৈঠা

আজকের দিন

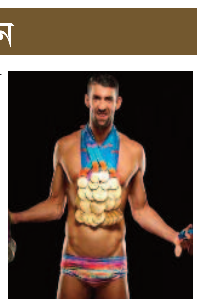

■ **১৯৪৫** — ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডসের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ।

■ **১৯৯৯** — তুরস্কের ইজমিরের কাছে ৭.৪ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে ১৭,০০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।

■ **২০০৮** — মাইকেল ফেলপস অলিম্পিকে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড গড়েন।

জন্মদিন

সচিন

১৯৪১ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ভেনুগোপাল রেড্ডির জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সচিনের জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর জন্মদিন।*

মুক্তির আলো ফুটল হাজার বছর দাসত্বের পর

সুবল সরদার

হাজার বছর পেরিয়ে আমি এখন মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখছি। কলম ধরতে গিয়ে হাত কাঁপছে। ভাবছি সেদিনগুলো কেমন ছিল! কী বেদনাময়, কী অপমানজনক! যে মাটিতে আমার পূর্বপুরুষের রক্ত মিশে আছে, সেই মাটিতেই আমরা ছিলাম প্রজা, রায়ত,নেটিভ । সেই করুণ কাহিনীরই এটি একটি পাতা।

আমরা প্রায় হাজার বছর বিদেশি শাসনের অধীনে ছিলাম। হাজার বছর! ভাবা যায়? একটা সভ্যতা, একটা জাতি, এক হাজার বছর ধরে নিজের দেশেই পরাধীন।

ইতিহাসের বইয়ে একে মধ্যযুগ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার কাছে এটা অন্ধকার যুগ। কারণ এক হাজার বছরে আমরা শুধু রাজ্য হারাইনি, আমরা আমাদের আত্মসম্মান, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের শিক্ষা ; সব হারিয়েছি।

৮০০ বছর মুসলিম শাসন - ১২০৬ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত।

কুতুবুদ্দিন আইবকের দিল্লি সুলতানি দিয়ে শুরু, আর শেষ হল বাহাদুর শাহ জাফরের মোগল সাম্রাজ্যের পতনে। মাঝে ৩২ জন সুলতান, ১৯ জন মোগল বাদশা। এই শাসনের মূলযন্ত্র কী ছিল? তিনটে শব্দে বলা যায়; রাজ্য বিস্তার, ধর্মান্তরিতকরণ, জিজিয়া কর। তরবারির জোরে রাজ্য বাড়ানো। যেখানে যেত, মন্দির ভাঙা হত। সোমনাথ, কাশী, মথুরা; বারবার ভাঙ্গা হয়েছে। এটা শুধু পাথর ভাঙা ছিল না, এটা ছিল আমাদের ভাবাবেগকে আঘাত করা।

তারপর শুরু হত ধর্মান্তর। তলোয়ারের একদিকে ইসলাম, আরেকদিকে মৃত্যু। যারা রাজি হল না, তাদের উপর চাপল জিজিয়া । নিজের দেশে বেঁচে থাকার জন্যে কাফের ট্যাক্স যাকে বলে।

রক্তমাখা ইতিহাস লেখা আছে; আলাউদ্দিন খিলজি, ফিরোজ শাহ তুঘলক, তৈমুর, নাদির শাহ, আওরঙ্গজেব। এদের রাজত্বে রক্তের নদী বয়েছে। যারা মাথা নত করেনি ; রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, বান্দা বাহাদুর ; তাদের উপর নেমে এসেছে সীমাহীন অত্যাচার। এই ৮০০ বছরে আমরা ধীরে ধীরে শিখে গেলাম; হানাদার শাসকদের সামনে মাথা নিচু করতেই হয়। প্রতিবাদ করলে প্রাণ যায়।

তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় অত্যাচার ভয়ঙ্কর ইতিহাস।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট

পর্যন্ত। বণিকের বেশে এলো ইংরেজ। হাতে দাঁড়িপাল্লা, মুখে ব্যবসার কথা। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস ; এরা আমাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধূর্ত বণিকদের দল আমাদের দেশে কেড়ে নিল।

বণিকের দাঁড়িপাল্লা কখন যে রাজদণ্ড হয়ে গেল, আমরা বুঝতেই পারলাম না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর রানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি শাসনভার নিলেন।

এদের লক্ষ্য ছিল একটাই; ভারতের সম্পদ লুট করে ইংল্যান্ডকে পৃথিবীর শাসক বানানো।

আমাদের হস্তশিল্প ধ্বংস করে দিল। ঢাকার মসলিন, মুর্শিদাবাদের রেশম ; সব বন্ধ। আমাদের কৃষককে দিয়ে নীল, পাট, চা চাষ করানো হল। খাবার জন্য ধান নয়, ইংল্যান্ডে পাঠানোর জন্য কাঁচামাল। ফল? ১৯৪৩ এর মন্বন্তর। ৩০ লক্ষ বাঙালি না খেয়ে মারা গেল, আর লন্ডনের গুদাম ভরা ছিল চাল।

আর সবচেয়ে বড় অস্ত্র; "Divide and Rule"। হিন্দু-মুসলিম, জাত-পাত, প্রদেশে প্রদেশে বিভেদ। আমাদের একতার মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে ২০০ বছর রাজত্ব করল।

ইংরেজি শিক্ষা আমাদেরকে কেরানি করে রাখল, গোলামী হয়ে গেলাম বিদেশী শাসকদের কাছে । আমরা নিজেদের শিকড় ভুলে যাই।

হাজার বছর ধরে আমরা নিজের দেশে 'নেটিভ' ছিলাম। নিজের মন্দিরে পুজো দিতে ট্যাক্স দিতে হত। নিজের ভাষায় কোর্টে কথা বলা যেত না। নিজের ইতিহাস পড়ানো হত না।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম শাসন, শোষণ, অত্যাচার সহ্য করতে একটা জিনিস আমাদের রক্তে ঢুকে গেল; গোলামি। আমরা ভাবতেই ভুলে গেলাম এদেশে আমাদের।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

তারপর এলো আলো... আর ভাঙা স্বপ্ন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। হাজার বছরের অন্ধকারের পর স্বাধীনতার সূর্য উঠল। নেতাজী, ভগৎ সিং, রানি লক্ষ্মীবাঈ, ক্ষুদিরাম; কত রক্তের বিনিময়ে এই দিন।

আমরা ভেবেছিলাম এবার বুঝি সব ঠিক হবে। যে স্বপ্নে আমরা বিভোর ছিলাম; 'সোনার বাংলা', 'অখণ্ড ভারত'; তা অচিরেই মোহভঙ্গ হল। দেশ ভাগ হল। ধর্মের নামে দেশকে দু-টুকরো করা হল।

হিন্দু-মুসলিমের জাতি দাঙ্গায় রক্ত গঙ্গা বয়ে গেল। ট্রেন ভরে ভরে লাশ এলো। লক্ষ মানুষ এক রাতের মধ্যে উদ্বাস্তু হয়ে গেল। নিজের ভিটে, নিজের জমি, নিজের শিকড় ছেড়ে দেশহারা হতে হল।

সেই সময় মনে হত; স্বাধীনতা না এলে বোধহয় ভালো হত। অন্তত দেশহারা তো হতাম না। যারা রক্ত দিয়ে, ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে এই স্বাধীনতা এনেছে ; তাদের কথা ভুললে চলবে না। মঙ্গল পাণ্ডে, ক্ষুদিরাম বোস, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, আজাদ; এদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না।

আর একই সাথে যে ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদেরকে হাজার বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ইতিহাসও ভোলা যাবে না।

যে জাতি নিজের ইতিহাস ভোলে, সে জাতি আবার গোলাম হয়।

হাজার বছর দাসত্বের পর আজ আমরা স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীনতা শুধু পতাকা তোলার নাম নয়। স্বাধীনতা হল মাথা উঁচু করে বাঁচা। নিজের শিকড়কে জানা। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া।

জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়।

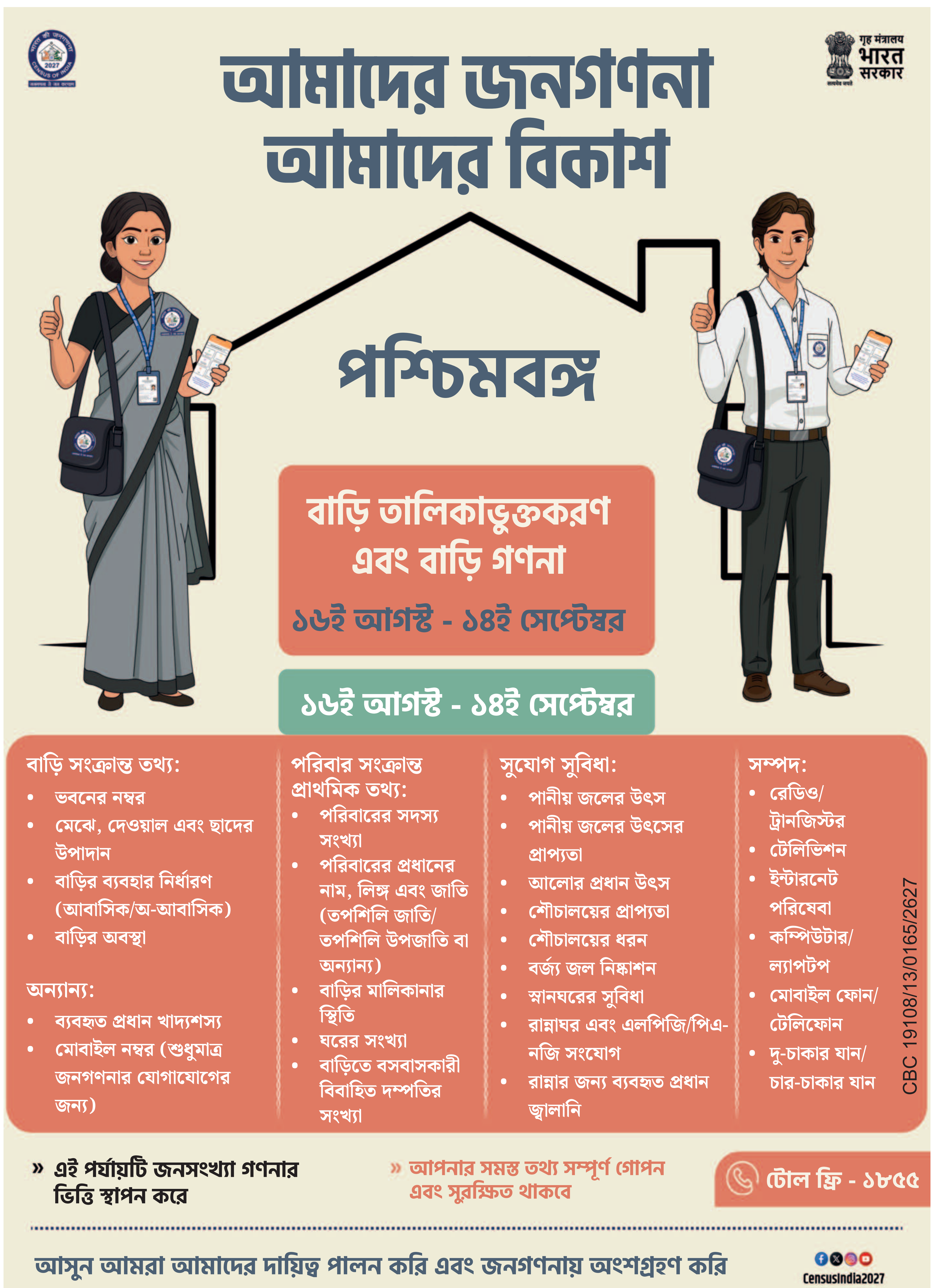

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৬, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার

সেলফ এনিউমারেশন পদ্ধতিতে রাজ্যে ৯৩.৮৪ শতাংশ সাফল্য এসেছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জনগণনার প্রস্তুতিতে 'সেলফ এনিউমারেশন' পদ্ধতিতে রাজ্যে ৯৩.৮৪ শতাংশ সাফল্য এসেছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নবান্ন সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠকে সেন্সাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এই পরিসংখ্যান দেন তিনি। একই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে কোথাও কোনও অভিযোগ বা সমস্যা থাকলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনগণনার কাজে নাগরিকদের নিজেদের পরিবারের তথ্য নিজেরাই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থায় সরাসরি তথ্য জমা দিতে পারছেন নাগরিকেরা। এর ফলে তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রশাসনের উপর চাপ কিছুটা কমার পাশাপাশি দ্রুত তথ্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে সেলফ এনিউমারেশন নিয়ে একটি অভিযোগের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

পরে রাজ্যে এই পদ্ধতিতে ৯৩.৮৪ শতাংশ সাফল্য এসেছে বলে জানান তিনি।

প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, জনগণনার মতো বড় কাজে নাগরিকদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য নেওয়ার এই ব্যবস্থা আগামী দিনে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে পারে। তবে অনলাইনে তথ্য জমা পড়লেই কাজ শেষ হচ্ছে না। সেই তথ্য ঠিকঠাক নথিভুক্ত হয়েছে কি না, কোথাও ভুল বা অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা যাচাই করাও দরকার। এক্ষেত্রে কোনও নাগরিকের তথ্য জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে বা দেওয়া তথ্য নিয়ে আপত্তি থাকলে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সেলফ এনিউমারেশনে অংশগ্রহণের হার ৯৩.৮৪ শতাংশ হলেও বাকি অংশের নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ এবং জমা পড়া তথ্যের যাচাই, দুই ক্ষেত্রেই প্রশাসনের সামনে কাজ কাজ সম্পূর্ণ করার বড় দায়িত্ব রয়েছে।

জনগণনার তথ্য শুধু জনসংখ্যার হিসাব তৈরির জন্য নয়। ভবিষ্যতে সরকারি পরিষেবা, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এই তথ্য কাজে লাগে। তাই তথ্য সংগ্রহের প্রতিটি ধাপে ভুল এড়ানো এবং প্রয়োজন হলে সংশোধনের ব্যবস্থা রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আগামীদিনে নৈহাটি থেকে শিলিগুড়ি, তারাপীঠ, দুর্গাপুরগামী বাস চলবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভেঙে পড়া পরিবহণ ব্যবস্থার হাল ফেরাতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে পরিবহণ দপ্তর। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াত সুগম করতে জলপথকেও হাতিয়ার করতে চাইছেন পরিবহণ মন্ত্রী। রবিবার নিউটাউন এসি বাস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নৈহাটি জোকা এসি বাস পরিষেবার উদ্বোধন করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। আপাতত, এই রুটে দশটি বাস চলবে। নৈহাটি বাস টার্মিনাস থেকে বাস বেরিয়ে শ্যামনগর, ব্যারাকপুর, সোদপুর, ডানলপ, দক্ষিণেশ্বর, এয়ারপোর্ট, চায়না পার্ক, করুণাময়ী, বিশ্ব বাংলা হয়ে টাটা মেডিক্যাল, চিংড়িঘাটা, মাঝেরহাট অতিক্রম করে বাস যাবে জোকা বাস ডিপো পর্যন্ত। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, আপাতত, নৈহাটি জোকা রুটে দশটি বাস চলাচল করবে। যাত্রীদের বসার

জন্য বাস টার্মিনাসে বিশ্রামাগার গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রী জানান, আগামীদিনে নৈহাটি বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ি, বীরভূম, আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাস চলাচল করবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় নৈহাটি বাস টার্মিনাসের মধ্যে ইমারতি দ্রব্য রাখতেন প্রাক্তন বিধায়ক। শববাহী গাড়িও ওখানে রাখা হত। এমনকী পুরসভার গাড়ি ওখানে রাখা হত। এদিন নৈহাটি-জোকা বাস রুটের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সূর্য চৌধুরী-সহ নিউটাউন এসি বাস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

নিম্নচাপের জেরে কলকাতায় ঝেঁপে নামছে বৃষ্টি, আজ ৩ জেলায় রেড অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবারের অলস বিকেল গড়াতেই আচমকা মুড অফ আবহাওয়ার। আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা আর দমকা হাওয়া যেন সাফ জানিয়ে দিল বড় দুর্যোগ আর বেশি দূরে নেই। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই জোর কদমে এগোচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। আর তাতেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শুরু হতে চলেছে টানা জলঝড়ের তাণ্ডব। এতে বাদ যাচ্ছে না তিলোত্তমা কলকাতাও। আবহাওয়া দপ্তর সোজা জানিয়ে দিয়েছে, এবার বঙ্গোপসাগরের জোড়া নিম্নচাপ আর মৌসুমী অক্ষরেখার 'ত্রিফলা' টানে টানা ভিজতে চলেছে গোটা বাংলা।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দুর্যোগের আসল কামড় দেখা যাবে সোমবার। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামে অতিপ্রবল বর্ষণের আশঙ্কায় জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ রেড অ্যালার্ট। তিলোত্তমা কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোমবার দিনভর চলবে অতিভারী বৃষ্টি। সঙ্গে বইবে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার পর থেকে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও শনিবার পর্যন্ত গোটা দক্ষিণবঙ্গেই দফায় দফায় চলবে এই জলছবি।

আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শুধু এই নিম্নচাপ একাই নয়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে আরও একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত। তার ওপর পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ হয়ে বিস্তৃত বর্ষাকালীন অক্ষরেখাটি এই নিম্নচাপ অঞ্চলের ওপর দিয়ে সোজা পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই ত্রিপক্ষীয় টানেই দক্ষিণবঙ্গের বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে, যার জেরে এই মেগা স্পেল এড়ানো অসম্ভব।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও কড়া নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা। জলপাইগুড়ি ও কালিম্পঙে আজ সোমবারে এবং দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে মঙ্গলবারে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে। নিম্নচাপের ধাক্কায় উপকূলবর্তী সমুদ্রে ইতিমধ্যেই প্রতি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইছে। ফলে ফুঁসছে বঙ্গোপসাগর, ঢেউয়ের উচ্চতাও বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন।

ল্যান্সডাউন থেকে ধর্মতলা
ফুটপাথ দখল নিয়ে কড়া অগ্নিমিত্রা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলের নির্দেশ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরের যত্রতত্র ফুটপাত দখল, যত্রতত্র মালপত্র আর বাজারের অপরিচ্ছন্নতা, এই সব মিলিয়ে রবিবার ল্যান্সডাউন মার্কেটের পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার ল্যান্সডাউন বাজার পরিদর্শনে গিয়ে মার্কেট কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি বদলানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। পাশাপাশি একইদিনে ধর্মতলা ও পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাত নিয়েও রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

রবিবার বৃষ্টির মধ্যে ল্যান্সডাউন মার্কেটে যান মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। বাজারের একাধিক জায়গা ঘুরে দেখেন তিনি। কোথাও ফুটপাতের উপর রাখা রয়েছে দোকানের মালপত্র, কোথাও আবার চলাচলের জায়গার মধ্যেই জিনিসপত্র জমিয়ে রাখা হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে বাজারে আসা মানুষের হাঁটার জায়গা নিয়েও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কোথাও স্কুটি দাঁড় করিয়ে রাখায় চলাচলের পথ আরও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতি দেখে ওই মার্কেটের সুপারভাইজার অসিত মণ্ডলকে প্রশ্ন করেন মন্ত্রী। বাজারের ব্যবসায়ী কেষ্ট ঘোষও সেখানকার অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ জানান। তার পরেই বাজার কর্তৃপক্ষকে কার্যত সময়সীমা বেঁধে দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

এই বিষয়ে বাজারের সুপারভাইজার জানান, ফুটপাত থেকে মালপত্র সরানোর জন্য নিয়মিত বলা হয়। কিন্তু দোকানিরা সরিয়ে দেওয়ার পর ফের সেখানে জিনিসপত্র রেখে দেন। তখনই মন্ত্রী বলেন, আমি আসছি বলেই কি আপনি আজ বলেছেন? দেখুন আপনি যদি না করতে পারেন তাহলে বলুন আপনাকে সুন্দরবনে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। এটা চান আপনি? এই যে প্যাসেজের মধ্যে মাল রেখে দিয়েছে। ওইদিকে জায়গাগুলোকে স্টোর রুম করে রেখে দিয়েছে, আপনি কিছু বলেন না! ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম।

এরপর বাজারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন অগ্নিমিত্রা। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা যাবে না বলে তাঁদের জানিয়ে দেন। জনসাধারণের জন্য চলাচলের পথ খোলা রাখা এবং বাজার পরিষ্কার রাখার উপরেও জোর দেন তিনি। তাঁর নির্দেশ, এক দিনের মধ্যে বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। রবিবার পরিদর্শনের পরে অগ্নিমিত্রা জানান, বাজার নিয়ে তাঁর দপ্তরে একাধিক অভিযোগ এসেছে। তিনি বলেন, বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। ফুটপাত দখল হয়ে গিয়েছে। একে অন্যের দোকান দখল করে বসে রয়েছে। বাজারে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। বাজার সংস্কারের কাজ নিয়ে রাজনীতি করতে চান না বলেও জানান মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিভিন্ন বাজারকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করতে চাইছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বহুবার তিনি বার্তা দিচ্ছেন বলেও জানান মন্ত্রী।

রবিবার ল্যান্সডাউন মার্কেটের বাইরে কলকাতার আরও কয়েকটি ব্যস্ত এলাকার কথাও এদিন উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। ধর্মতলা ও পার্ক স্ট্রিট নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবছে বলে জানান অগ্নিমিত্রা। পার্ক স্ট্রিটকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনার কথাও বলেন তিনি। এর আগে ধর্মতলার ফুটপাত দখল নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও মন্তব্য করেছিলেন। যার ফলে শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলিতে ফুটপাত দখল ও হকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান আরও কড়া হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

মুকুটটা পড়ে থাকল, চিরঘুমে জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক রাজা সেন

শুভাশিস বিশ্বাস

রবিবার ছুটির সকালেই টলিউড তথা বাংলা সংস্কৃতি জগত থেকে খসে গেল আরও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রূপোলি পর্দার জগৎ থেকে চিরকালের মতো জীবন-ক্যানভাসে 'কাট' বললেন প্রখ্যাত প্রবীণ চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন পরিচালক রাজা সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। চিকিৎসকদের সমস্ত আপ্রাণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ কলকাতার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিচালক রাজা সেনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিনোদন জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মতো বর্ষীয়ান তারকারা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। এদিন নন্দনে তাঁর দেহ আনা হলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বহু গুণগ্রাহী ও ভক্তেরা।

রাজা সেনের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই বর্ষীয়ান পরিচালক। বেশ কিছু বছর আগে 'মায়ামৃদঙ্গ' ছবির শুটিংয়ের সেটে আচমকা পড়ে গিয়ে কোমরে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই সময় যন্ত্রণা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তা তীব্র স্নায়ুঘটিত সমস্যায় রূপ নেয়। চলতি বছর গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর একটি জটিল অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিজের বাড়িতে ফের পড়ে গিয়ে কোমরে নতুন করে চোট পান রাজা সেন। প্রথমে তাঁকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ফুসফুস ও কিডনির মারাত্মক জটিলতার পাশাপাশি পুনরায় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে আইসিইউ-তে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী পাপিয়া সেন, দুই কন্যা শুভশ্রী ও শ্রেয়সী এবং নাতনিদের।

বাংলা চলচ্চিত্র ও ছোটপর্দায় রাজা সেনের অবদান এককথায়

অবিস্মরণীয়। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তৈরি তাঁর সৃষ্টির তালিকায় রয়েছে একাধিক অমূল্য রত্ন। ১৯৯৩ সালে সঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তিনি প্রথম জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে মুক্তি পায় তাঁর সবচেয়ে চর্চিত ও আবেগঘন ছবি 'দামু'। হাতি ও এক খুদে বন্ধুর নিষ্পাপ সম্পর্কের গল্পে তৈরি এই ছবিটি 'সেরা শিশুচলচ্চিত্র' হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে 'আত্মীয় স্বজন' সিনেমার জন্য জীবনের তৃতীয় জাতীয় সম্মান পান তিনি।

এর পাশাপাশি তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'চক্রব্যূহ', 'দেবীপক্ষ', 'তিনমূর্তি', 'খাঁচা', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'মৌবনে আজ', 'কর্নেল' এবং ২০১৯ সালের 'ভালোবাসার গল্প'-র মতো বৈচিত্র্যময় সব সিনেমা। শুধু বাংলা চলচ্চিত্র তৈরিই নয়, বলিউডের সঙ্গেও টলিউডের এক অনন্য সেতু বন্ধন ঘটিয়েছিলেন রাজা সেন।

এখানেই শেষ নয়, তাঁর পরিচালিত 'দেশ' ছবিতে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন জয়া বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন। আর এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, বলিউড অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডনের প্রথম বাংলা ছবিতে পা রাখা ঘটেছিল রাজা সেনের 'ল্যাবরেটরি' (২০১০) ছবির মাধ্যমেই। আবার বাণিজ্যিক ধারার তারকা অভিনেতা জিতের অভিনয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছবিতে তাঁকে অন্য ধারার চরিত্রে সুযোগ করে দিয়ে।

শুধু বড়পর্দা নয়, ছোটপর্দাতেও রাজা সেন ছিলেন এক যুগান্তকারী পথপ্রদর্শক। ১৯৮৭ সালে তাঁর তৈরি দূরদর্শনের মেগা ধারাবাহিক 'সুবর্ণলতা' আজও বাঙালি দর্শকদের হৃদয়ে অমলিন। সাহিত্যনির্ভর কাজকে পর্দার ব্যাকগ্রাউন্ডে জীবন্ত করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যার উজ্জ্বল প্রমাণ 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'আরোগ্য নিকেতন' বা 'দেশ আমার দেশ'-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক। পাশাপাশি শম্ভু মিত্র, তপন সিনহা ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের মহীরুহদের ওপর তাঁর তৈরি তথ্যচিত্রগুলি বাংলা কালচারের অমূল্য সম্পদ।

রাজা সেনের প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'একজন কিংবদন্তির বিদায় সবসময়ই বেদনাদায়ক। বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান আমাদের কাছে অমূল্য। রাজাদা, আপনাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। আপনার সৃষ্টি ও স্মৃতি চিরকাল থেকে যাবে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'রাজাদা আমাদের কাছে একটা ফেনোমেনা। রাজা সেনের লেগ্যাসি, তাঁর ব্যক্তিত্ব, ভাবনা, তাঁর কাজের ভেতরে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে, আর তার 'ভ্যারাইটি অফ সাবজেক্টস' অনেকটা তপন সিনহার মতো 'ভ্যারাইটি অফ সাবজেক্টস' নিয়ে উনি যেভাবে কাজ করেছেন, কখনও 'দামু', কখনও 'আত্মীয়স্বজন', কখনও 'খাঁচা', কখনও 'তিন মূর্তি', কখনও 'মায়ামৃদঙ্গ', কখনও 'দেবীপক্ষ', কখনও আরও অনেক ছবি এবং কি অসাধারণ অসাধারণ ডকুমেন্টারিজ উনি করে গিয়েছেন! শম্ভু মিত্রের মতো মানুষের সঙ্গে, মানুষকে নিয়ে ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন। উনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, তাঁর ছন্দপতন হল।' এটা আমাদের মানতেই হবে, সব মিলিয়ে রাজা সেন যে কাজ রেখে গেলেন, তা ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র নির্মাতা বা সিনেমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে রইল।

বাড়ি-জমির নিয়মে ছাড়, আজ অন্নপূর্ণায় আরও বেশি মহিলাকে টাকা দেওয়ার পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে বড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আজ, সোমবার ১৭ অগস্ট থেকে যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানো শুরু হবে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, ১০ জুলাই পর্যন্ত যাঁদের আবেদন যাচাই বা ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে, প্রথম দফায় তাঁরাই এই টাকা পাবেন।

রবিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ১০ জুলাইয়ের পর যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের অনেকের ভেরিফিকেশন এখনও শেষ হয়নি। তাই সোমবার তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে না। আগে যাঁরা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন, তাঁদের দিয়েই নতুন দফার টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনায় প্রতি মাসে রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। জুলাই মাসে প্রায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মহিলা এই সুবিধা পেয়েছিলেন। এর পরেই আরও বেশি আবেদনকারীকে প্রকল্পের

আওতায় আনার জন্য যোগ্যতার কয়েকটি শর্তে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে বাড়ি ও জমির মাপ নিয়ে নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। আগে তিনটি বা তার বেশি ঘর থাকলে আবেদন নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারত। যদিও নতুন নিয়মে শুধু বাড়িতে তিনটি বা তার বেশি ঘর রয়েছে, এই কারণে গ্রামীণ এলাকার কোনও মহিলার আবেদন বাতিল হবে না। এছাড়াও জমির ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেশন এলাকা বাদ দিয়ে অন্যান্য পুরসভা এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫০ শতকের বেশি জমি থাকার শর্ত শিথিল করা হয়েছে। তবে কর্পোরেশন এলাকায় ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলে এখনও যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

এই যোজনায় আবেদনের সংখ্যা ইতিমধ্যেই বিপুল। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্নপূর্ণা প্রকল্প পেতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের ৯০ শতাংশই টাকা পাবেন বলে আমরা আশাবাদী। ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই পাওয়ার জায়গায় আছে। তবে এখন আবেদন করলেই সোমবার টাকা পাবে না। ১০ জুলাই পর্যন্ত যাঁদের ভেরিফিকেশন শেষ হয়েছে, আপাতত এই ক্ষেপে তাঁদের অ্যাকাউন্টেই ৩ হাজার টাকা পাঠানো হবে। পরবর্তী ধাপে বাকি আবেদনকারীদের যাচাই শেষ হলে তাঁদের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সরকারের নতুন নিয়মে গ্রামীণ এলাকার বহু মহিলা, যাঁরা শুধুমাত্র বাড়ির ঘরের সংখ্যা বা জমির পরিমাণের কারণে আগে প্রকল্পের বাইরে চলে যেতে পারতেন, তাঁদের সামনে ফের সুযোগ তৈরি হয়েছে। রাজ্যের লক্ষ্য, যোগ্যতার আওতায় থাকা আরও বেশি মহিলাকে এই মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা।

শ্যামনগরের মুন্সি পাড়ার বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রামের মুন্সিপাড়ার বাঁশ বাগান থেকে তিনটি বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার বেলায় স্থানীয়রা বাঁশ বাগানের মধ্যে একটা চটের বস্তার মধ্যে সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ পৌঁছে বোমাগুলো উদ্ধার করেন। কে বা কারা ওই বাঁশ বাগানে বোমাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বিজেপির জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর বাপ্পা ভট্টাচার্য বলেন, দাস বাড়ির বাঁশ বাগানে চটের বস্তার মধ্যে তিনটে বোমা রাখা ছিল। বস্তার মুখটা খোলা ছিল। পুলিশ এসে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এখনও লুকিয়ে চুরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা শান্ত এলাকা অশান্ত করতে বোমাগুলো বাঁশ বাগানে লুকিয়ে রেখেছিল।

১৬ অগস্টের স্মরণে হিন্দু সংহতির মিছিল, গোপাল মুখার্জির নামে জয়ধ্বনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্টের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ঘটনাকে স্মরণ করে রবিবার কলকাতায় মিছিল করল হিন্দু সংহতি। গোপাল মুখার্জির স্মৃতিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষ যোগ দেন। সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে মিছিল শেষ হয় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে। এই মিছিলে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি গেরুয়া পতাকা দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় গোপাল মুখার্জির ছবি-সহ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডও ছিল অংশগ্রহণকারীদের হাতে। রবিবার মিছিলের পথে একাধিক স্লোগান ও গোপাল মুখার্জির নামে জয়ধ্বনি ওঠে।

১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে ঘিরে কলকাতায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেই ঘটনা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়। সেই দিনের স্মৃতির সঙ্গে গোপাল মুখার্জির ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে এদিন কলকাতায় কর্মসূচি নেয় হিন্দু সংহতি।

রবিবার মিছিল চলার সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বামনেতা জ্যোতি বসুর কুশপুতুলও দাহ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ১৯৪৬ সালের ঘটনার স্মরণ এবং সেই সময় গোপাল মুখার্জির ভূমিকার কথা সামনে রাখতেই এদিনের মিছিলের আয়োজন। স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন, ১৬ অগস্ট কলকাতার রাজপথে এই কর্মসূচিকে ঘিরে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিলের পথজুড়ে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও পতাকা নিয়ে অংশ নেন তাঁরা।

মোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আসতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারত সফরে আসতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সম্ভবত আগামী ২৩-২৪ অগস্ট দু'দিনের ভারত সফরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর। তবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২২ সন্ধ্যায় না-কি ২৩ অগস্ট সকালের বিশেষ বিমানে দিল্লি পৌঁছবেন সে ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৭ অথবা ১৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফরের বিষয় বিস্তারিত জানানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দু'দিনের এই সফরে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের নতুন মাত্র যোগ হতে পারে। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান, কন্যা জাইমা রহমান-সহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল সঙ্গে থাকতে পারেন। এই সফরকে ঘিরে উভয় দেশের মধ্যে চলছে প্রস্তুতি। এই সফর সম্পন্ন হলে এটিই হবে তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফর। এটি দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তারেক রহমানের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, রয়েছে রাষ্ট্রীয় ডিনার পার্টি। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য, সংযোগ (কানেকটিভিটি), বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দুই দিনের এই সফরটিকে একটি দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচি হিসেবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌল্লা সুজন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশ সফরে যাবেন এটাই কূটনীতি।

ঢাকা বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইস্যু এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভারতের কাছ থেকে আরও বড় ধরনের সহযোগিতাও কামনা করেছে। নতুন দিল্লির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১০ অগস্ট ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন দীনেশ।

বাজপেয়ীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন শাহর

চিত্তোরগড়, ১৬ অগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার রাজস্থানের চিত্তোরগড়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার উপস্থিতি ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দীর্ঘ সময় বিরোধী দলে কাটিয়েছেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাঁর নীতি-আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি। তিনি বলেন, এই কারণেই বাজপেয়ী 'অজাতশত্রু', অর্থাৎ যার কোনও শত্রু নেই, হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

রাজস্থানের চিত্তোরগড় জেলার নিমবাহেরায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন অমিত শাহ।

এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাজপেয়ী সর্বদা 'দেশকে অগ্রাধিকার' দিয়েছেন এবং বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই 'আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক' গঠিত হয়েছিল।

তিনি বলেন, আদিবাসী সমাজের কল্যাণে বাজপেয়ী যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বর্তমান সরকার আদিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে একাধিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

নেপালে এলপিজির সংকট, সরাসরি বিক্রি বন্ধের দাবি

কাঠমান্ডু, ১৬ অগস্ট: রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটে নেপালে বাড়ছে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ। এই পরিস্থিতিতে শিল্প সংস্থা ও বিভিন্ন নামে পরিচালিত বিক্রয়কেন্দ্র থেকে এলপিজি-র সরাসরি বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাল গ্যাস বিক্রেতা মহাসংঘ। মহাসংঘের অভিযোগ, কার্যকর বিক্রেতা ও ডিলারদের সরিয়ে শিল্প সংস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্যাস বিক্রির সিদ্ধান্তেই সংকট আরও গভীর হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি জ্ঞানেশ্বর আরিয়াল বলেন, একদিকে বিক্রেতাদের পর্যাপ্ত গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না, অন্যদিকে পরিদর্শনের নামে তাঁদের হয়রানি করা হচ্ছে। ফলে বাজারের স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। মহাসংঘের দাবি, সরকার, শিল্প সংস্থা এবং বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি গ্যাস বিক্রি বন্ধ করে শুধুমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতাদের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হোক। তাঁদের মতে, ডিলারদের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল বণ্টনই উপভোক্তাদের দুর্ভোগ কমানোর কার্যকর উপায়।সংগঠনটি জানিয়েছে, গত চার মাসে নেপালে প্রায় ৬০ হাজার টন কম এলপিজি আমদানি হয়েছে। একইসঙ্গে নতুন গ্যাস সিলিন্ডারের বিক্রি এখনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি বলেও অভিযোগ। দ্রুত ব্যবস্থা না-নিলে আগামী দিনে গ্যাসের ঘাটতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে সতর্ক করেছে মহাসংঘ।

ময়দান

গলে ভারতের রানের পাহাড়, চাপে শ্রীলঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গল টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও ভারতের ব্যাটারদের দাপট অব্যাহত থাকল। প্রথম দিনের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আরও বড় স্কোরের দিকে এগিয়ে গেল শুভমান গিলের দল। বৃষ্টির কারণে দিনেরবেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলেও ভারতের ব্যাটিংয়ে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। দেবদত্ত পাড়িক্কলের দুরন্ত সেঞ্চুরি, কেএল রাহুলের দায়িত্বশীল ইনিংস এবং ধ্রুব জুরেলের কার্যকর অর্ধশতরানের সৌজন্যে দিনের শেষে ভারত ৯ উইকেটে ৪৬০ রান তুলে শ্রীলঙ্কাকে চাপে ফেলে দিয়েছে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। ওপেনিং জুটিতে যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল দলকে আত্মবিশ্বাসী সূচনা এনে দেন। যদিও ৩২ রানের মাথায় ভুল বোঝাবুঝির ফলে রান আউট হয়ে ফিরে যান যশস্বী। এরপর ক্রিজে আসেন দেবদত্ত পাড়িক্কল, যিনি রাহুলের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়ে ভারতের ইনিংসকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। সাই সুদর্শনের চোটের কারণে এই ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন দেবদত্ত। সেই সুযোগ তিনি দুই হাত ভরে কাজে লাগিয়েছেন। প্রথম দিনেই শতরান পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় দিনে আরও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন। বৃষ্টির জন্য ওভার কম হওয়ায় দ্রুত রান তোলার দিকেই নজর দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৬৭ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে আউট হন। তাঁর ইনিংসে ছিল ১৫টি চার ও একটি ছক্কা। এই ইনিংসের মাধ্যমে তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশনের দাবিদার হিসেবে নিজেকে আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। প্রথম দিনের শেষে চোটের কারণে রিটায়ার্ড হার্ট হওয়া কেএল রাহুল দ্বিতীয় দিনে আবার ব্যাট করতে নেমে নিজের ইনিংসকে বড় করতে পারেননি। তবুও ৮২ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলে দলের বড় সংগ্রহ গড়ার ভিত্তি আরও মজবুত করেন। অপরদিকে ঋষভ পন্থ শুরুটা ভালো করলেও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন। ৩৯ রান করে আক্রমণাত্মক শট খেলতে গিয়ে উইকেট হারান। রবীন্দ্র জাদেজাও প্রত্যাশামতো রান করতে পারেননি এবং মাত্র ১৩ রানেই সাজঘরে ফেরেন। মধ্যক্রমে আবারও নিজের নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ দেন ধ্রুব জুরেল। তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা থাকলেও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে তিনি নির্বাচকদের আস্থা ধরে রেখেছেন। মাত্র ৬৮ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলে তিনি ভারতের রান দ্রুত বাড়িয়ে দেন। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও একটি ছক্কা। শেষ দিকে মানব সুথারও ২৪ রানের কার্যকর অবদান রাখেন, যা ভারতের মোট স্কোরকে আরও শক্তিশালী করে। শ্রীলঙ্কার বোলাররা মাঝেমধ্যে উইকেট পেলেও ভারতীয় ব্যাটারদের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাঁহাতি স্পিনার প্রভাত জয়সুরিয়া সবচেয়ে সফল বোলার হিসেবে ১০৯ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন। তবে অন্য বোলাররা ধারাবাহিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারত সহজেই বড় স্কোরের দিকে এগিয়ে যায়।

বিষ্ণুর গোলে ডুরান্ডে শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জমজমাট লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল লাল-হলুদ। তবে ভারতীয় সেনার জমাট রক্ষণ এবং গোলরক্ষক মাল্লার দুরন্ত পারফরম্যান্সে প্রথমার্ধের শুরুতে গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। ৬ মিনিটে রামিরেজের শট দুর্দান্তভাবে আটকে দেন মাল্লা। কিছুক্ষণ পর দূরপাল্লার শটে লাচেনপাকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন অভিষেকও। ২১ মিনিটে চুংনুংগার জোরাল শট বাঁ হাতে ঠেকিয়ে দেন মাল্লা। বৃষ্টিভেজা মাঠে দুই দলই বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও ইস্টবেঙ্গলই ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৩৯ মিনিটে সেই চাপের ফল আসে। বাঁ দিক থেকে ইকোনোমিডিসের নিখুঁত ক্রসে উঠে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন বিষ্ণু। তাঁর গোলেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। গোলের পর অবশ্য কিছুটা চোট পেয়ে মাঠে পড়ে গিয়েছিলেন বিষ্ণু, যদিও বিরতির আগেই ফের খেলায় ফেরেন। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারতীয় সেনা। একাধিক আক্রমণে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে চাপে ফেললেও শেষ পাসে বারবার ব্যর্থ হয় তারা। ৫৯ মিনিটে গোলরক্ষককে কাটিয়ে জেসিনের শট ডান পোস্টের বাইরের দিকে লাগে। এরপর রামিরেজের কাছেও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল, কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। শেষ দিকে ভারতীয় সেনা সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণে উঠলেও ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ আর লাচেনপাকে পরাস্ত করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের পর ৫ মিনিট অতিরিক্ত সময়েও গোল আসেনি। ফলে ১-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে আন্তোনিও হাবাসের দল। এই জয়ের ফলে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হবে এসসি দিল্লি। এর আগে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে এফসি রেংদাইকে ৫-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছিল দিল্লির দল। অন্যদিকে ডুরান্ড কাপের পরবর্তী কোয়ার্টার ফাইনালে ১৭ আগস্ট মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও জামশেদপুর।

খনৌরি সীমান্ত থেকে দিল্লির পথে ৫৫ কৃষক, সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা

চণ্ডীগড়, ১৬ অগস্ট: কৃষক আন্দোলনের নতুন পর্বে রবিবার খনৌরি সীমান্ত থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন ৫৫ জন কৃষকের একটি দল। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার (অরাজনৈতিক) উদ্যোগে আয়োজিত এই 'কিষাণ বাঁচাও পদযাত্রা' শুরু হবে দাতাসিংওয়ালা এলাকার গুরুদ্বার দাতাওয়ালা থেকে। প্রায় ২২৮ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ২৯ অগস্ট দিল্লির যন্তর মন্তরে পৌঁছনোর কথা রয়েছে তাঁদের। যাত্রাপথে কৃষক আন্দোলনে মৃত শুভকরণ সিংয়ের মৃত্যুর স্থান থেকে সংগ্রহ করা মাটিও সঙ্গে নিয়ে যাবেন কৃষকেরা। যন্তর মন্তরে একদিনের কৃষক পঞ্চায়েত করার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কৃষক নেতাদের দাবি, পুরো কর্মসূচিই শান্তিপূর্ণ থাকবে।তবে দিল্লি যাত্রাকে ঘিরে খনৌরি সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন। হরিয়ানা-পঞ্জাব সীমান্ত কার্যত সিল করে পাঁচ স্তরের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দল্লেওয়াল জানিয়েছেন, কোনও সংঘাতের পথে যেতে চান না তাঁরা। বড় জমায়েত বা ট্রাক্টর-ট্রলি নয়, সীমিত সংখ্যক কৃষকই পায়ে হেঁটে দিল্লির পথে যাবেন। তাঁর বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ পদযাত্রাতেও বাধা দেওয়া হলে সরকারের অবস্থানই স্পষ্ট হবে।পাশাপাশি ভারত-আমেরিকা প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তিরও বিরোধিতা করেছেন কৃষক নেতারা। তাঁদের দাবি, এই চুক্তির প্রভাব দেশের অর্থনীতি ও কৃষকদের উপর পড়তে পারে। ফলে শুভকরণ সিংয়ের স্মৃতিকে সামনে রেখে কৃষকদের পুরনো দাবির পাশাপাশি বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতার বার্তাও দিল্লিতে পৌঁছে দিতে চাইছেন তাঁরা।

রাঁচিতে পড়ুয়াদের আন্দোলন ২৩ দিনে

রাঁচি, ১৬ অগস্ট: ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে রবিবার ২৩তম দিনে পড়ল পড়ুয়াদের আন্দোলন। জেপিএসসি-জেএসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে এই আন্দোলন চলছে। রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলনকারী ছাত্র প্রেম নায়ক বলেন, 'আন্দোলনের ২৩তম এবং অনশন কর্মসূচির ১৩তম দিন আজ। সরকার এ বিষয়ে মোটেও আন্তরিক নয়। আমার মনে হয় না আমি আর বেশিদিন বাঁচব, পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। গতকাল থেকে জ্বর শুরু হয়েছে। তাঁরা আমাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে আর ফিরে আসতে দিচ্ছে না। তাঁদের উদ্দেশ্য হল আন্দোলনটিকে ভেঙে দেওয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার বিষয়ে আলোচনা চলছে, তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আমার মতে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার চেয়ে 'জেল ভরো আন্দোলন' করাটা বেশি ভালো হবে। সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়াটাও একটি ভালো ধারণা, এই দু'টি পদক্ষেপই বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।'

ছাত্রনেতা রবীন্দ্র পাসওয়ান বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেন তাঁর আশপাশের বিভ্রান্তকারী ব্যক্তিদের কথায় কান না-দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের বিষয়টি বিবেচনা করেন। নিশ্চিত থাকুন, আজ যদি আপনি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কোনও সিদ্ধান্ত নেন, তবে সমগ্র ছাত্রসমাজ আপনার পাশে দাঁড়াবে।'

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas

e-Tender

E-Tender are invited by the Administrator, Garulia Municipality, P.O.- Garulia, North 24 Parganas for supply of Stationary Item under Garulia Municipality.
E-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-01/2026-27, Date: 17.08.2026
Quotation Submission Start Date: **17.08.2026-10:30 a.m.** Quotation Submission End Date: **01.09.2026- 4:30 p.m.** Details information will be available in **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Administrator**
Garulia Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487

e-NITNo.: 01/PH&S/PM/2026-27 Dated: 14.08.2026
Bid Submission Start Date: 15.08.2026 from 11.00 Hrs
Bid Submission End Date: 31.08.2026 up to 12.30 Hrs
Tender ID: 2026_MAD_1038309_1 to 2026_MAD_1038309_2
Total 2 nos work
The Executive Officer, Panihati Municipality invites online e-tender in two part system (Part-I Technical Bid and Part-II Financial Bid) from eligible, reliable, resourceful and experienced agencies/firms/companies/individual contractors having experience with sufficient financial ability, having credential and acumen in executing any civil work in any Government/Government Undertaking/Autonomous Bodies/ Semi-Government/Statutory Authorities and or Local Bodies etc. within the last 5 (five) years from the date of issue of this e-NIT for These work. For downloading please see the website **https://wbtenders.gov.in** and for further details visit www.panihatimunicipality.in or Municipal Office
Sd/- **Executive Officer, Panihati Municipality**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the E.E., NTKMD, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKMD/e-18 of 2026-27 and ID : 2025_PHED_1038166 for different works & inter office call service under NTK Project. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 01.09.2026 upto 11:00 A.M. Sd/- EE/ NTKMD, P.H.E. Dte.
ICA- T15373(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Dum Dum Sub-Division, PWDte. invites online 01(one) no e-tender for the work of 1) Civil work releated to SITC of 01 no 13 passengers new lift in G+2 Storied Annex building at North Calcutta Polytechnic, under Kolkata North Division, P.W.dte during the year 2025-26., Estimate Amount Rs. 4,24,706.00, TenderID: 2026_WBPWD_5018744_1. NIeT No: WBPWD/AE/DDSD/NIeT-05/2026-2027. Bid Submission upload start date 20.08.2026 from 12.30 Hours, Bid Submission upload end date: 29.08.2026 up to 12.30 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE DDSD PWDte. GOVT OF WB.
ICA- T15427(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWSD-III/AE/eNIT-8 /2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-III, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 19.08.2026 from 1.00 P.M. End Date: 25.08.2026 at 3.00 P.M. Tender Id: 2026_WBPWD_5018772_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Kolkata West Sub-Division-III, Govt. of W.B.
ICA- T15447(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **(1)** "Replacement/Rectification of Damaged Drain Tray and Overhauling of Cooling Tower of 2 nos 30 Tr Voltas make Air Conditioning Unit installed at Auditorium Hall of Academy Building at NRS Medical College Kolkata-14 vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-06/26-27(3rd call), Tender ID : 2026_WBPWD_5018641_1. Bid submission end date (online) for the job is 27.08.26 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division
ICA- T15435(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division invites e-Tender vide-NIT No. EE/KSD/NIT-06E/2026-27 for the works: Annual maintenance of S & P and Building works of different building in the campus of State Music Academy. Estimated amount Rs. 2,65,000.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5018717_1. Date of uploading of N.I.T. Documents (Online) (Publishing Date) (online) 17.08.2026 from 05:00 P.M. Technical & financial bid proposal Submission end date (Online) 25.08.2026 at 5:00 P.M. Details of e-NIT and other documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Corrigendum, if any will be published in the said departmental website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Kolkata South Division
ICA- T15430(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 11 of 2026-27 for the work: **1)** Soil investigation report for proposed construction of new office building for B.L. & L.R.O. Habra-II at Ashoknagar in the District of North 24 Parganas under Barasat Division, PWD. Estt. Amt.: Rs. 1,09,551/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5018607_1. **2)** Sub-Soil exploration and Soil investigation report for proposed construction of multi-level car parking and a market on the ground floor at opposite of District Magistrate Office, Barasat under Barasat Division, PWD. Estt. Amt.: Rs. 1,45,375/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5018607_2. **3)** Erection of bamboo barricading in form of channelize at different stretches with road side temporary police assistant booth and temporary drop gate on the road from Berachampa to Chakla in the festival of Janmasthami Utsav of Baba Lokenath Brambhachari at Chakla Dham under Barasat Division, PWD, during the year 2026-27. Estt. Amt.: Rs. 2,90,668/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5018607_3. Bid Submission End Date is 21.08.2026 at 15.00 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T15439(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-04/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5018652_1. Name of Works: 1. Up gradation of parking area for two-wheeler of office staff on the north side of Civil Defence Building situated at 81/2/2 Phears Lane, Kol-700012, during the year 2026-27. (Rs. 2,15,367.00). Date of Submission start: 18.08.2026 (from 11:00 A.M. onwards). Date of Submission end: 29.08.2026 (upto 10:00 A.M.) Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division, Public Works Directorate
ICA- T15428(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Kolkata North Division, P.W.D., invites online e-tender for the work "Removal of existing mat, dismantling of wood work EVA cushion installation and re-installation of old mat in badminton court "Taruner Swapno" Indoor Sports Complex in Bhairab Ganguly College, under Kolkata North Division PWD. during the year 2026-2027." Tender ID: 2026_WBPWD_5018719_1, NIeQ No: WBPWD/EE/KND/NIeQ-15/2026-2027. Bid Submission upload start date: 20.08.2026 from 11.05 Hours. Bid Submission upload end date: 27.08.2026 upto 13.00 Hours. The details of NIeQ and Tender document may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, KND, PWD, GOVT. OF W.B.
ICA- T15431(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named "Electrical Installation work of Lift Shaft with adjacent Lift corridor of Northern Building and Data Centre of UPS room, Lalbazar Kolkata Police Head Quarter under Lalbazar Electrical Section." Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-10 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5018776_1. Bid submission end date (online) for the job is 27.08.2026 upto 1.30 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division
ICA- T15448(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 27/08/26 upto 12.00 Noon instead of 14/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 31/08/26 at 12.00 Noon instead of 17/08/26 at 12.00 Noon for "Annual Comprehensive Maintenance and Servicing of 2 nos. Bed-cum-passenger lift installed at Central Block & Birla Block of Chittaranjan Seva Sadan and Sishu Sadan, Kolkata. (For the period of 01(One) Year)" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5017792_1. invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T15446(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Replacement of RAC Machine with allied electrical work at labour room under Biswanathpur R.H., Deganga Block, North 24 Parganas District." NIT No: 36/T of 26-27 of AE/BESD Tender id: 2026_WBPWD_5018735_1. Bid Submission Start date (Online): 14.08.2026. Bid Submission Closing date (Online): 27.08.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi. ASSISTANT ENGINEER, P.W.D. BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T15426(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender (5th Call-previously 3 times tender floated from WBMSCL & 1 time from SNPH) for Procurement of Air Sampler Medical Equipment for the establishment of a Bone Bank at Sambhunath Pandit Hospital, Annex-II of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata-700 020 due on behalf of the Government of West Bengal of the tender will be available in the website "https://wbtenders.gov.in" & "www.wbhealth.gov.in" on 12/08/2026 vide memo no. NIT No. SNPH/ E-Tender for AIR SAMPLER/6601 dated on 11/08/2026. Bid Submission Start Date : 24/08/2026 at 02:00 P.M. Bid Submission Closing Date: 08/09/2026 at 04:00 P.M. For Detail, please visit the website **www.wbtenders.gov.in** or **www.wbhealth.gov.in**
Sd/- Superintendent, S.N.P. Hospital, Kolkata.
ICA- T15361(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

AMIT METALIKS

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রকল্প

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের শুরুটা হয় একটা পাথর থেকে।

তবে ভিতটা শক্ত হয় তখনই, যখন তা গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ওপরে।

মানুষে বিশ্বাস। অগ্রগতিতে বিশ্বাস। বাংলায় বিশ্বাস।

অমিট মেটালিক্স-এর প্রথম গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্রজেক্ট রঘুনাথপুর, পুরুলিয়ায় সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমরা এগিয়ে চলেছি এক নতুন পথে — যেখানে আছে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, আরও শক্তিশালী উৎপাদনব্যবস্থা এবং বাংলার শিল্পের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

প্রায় ₹৪,০০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগে আমরা শুধু স্টিল উৎপাদনেই থেমে নেই-

আমরা গড়ে তুলছি আরও শক্তিশালী এক ভবিষ্যত।

আজ, সেই ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

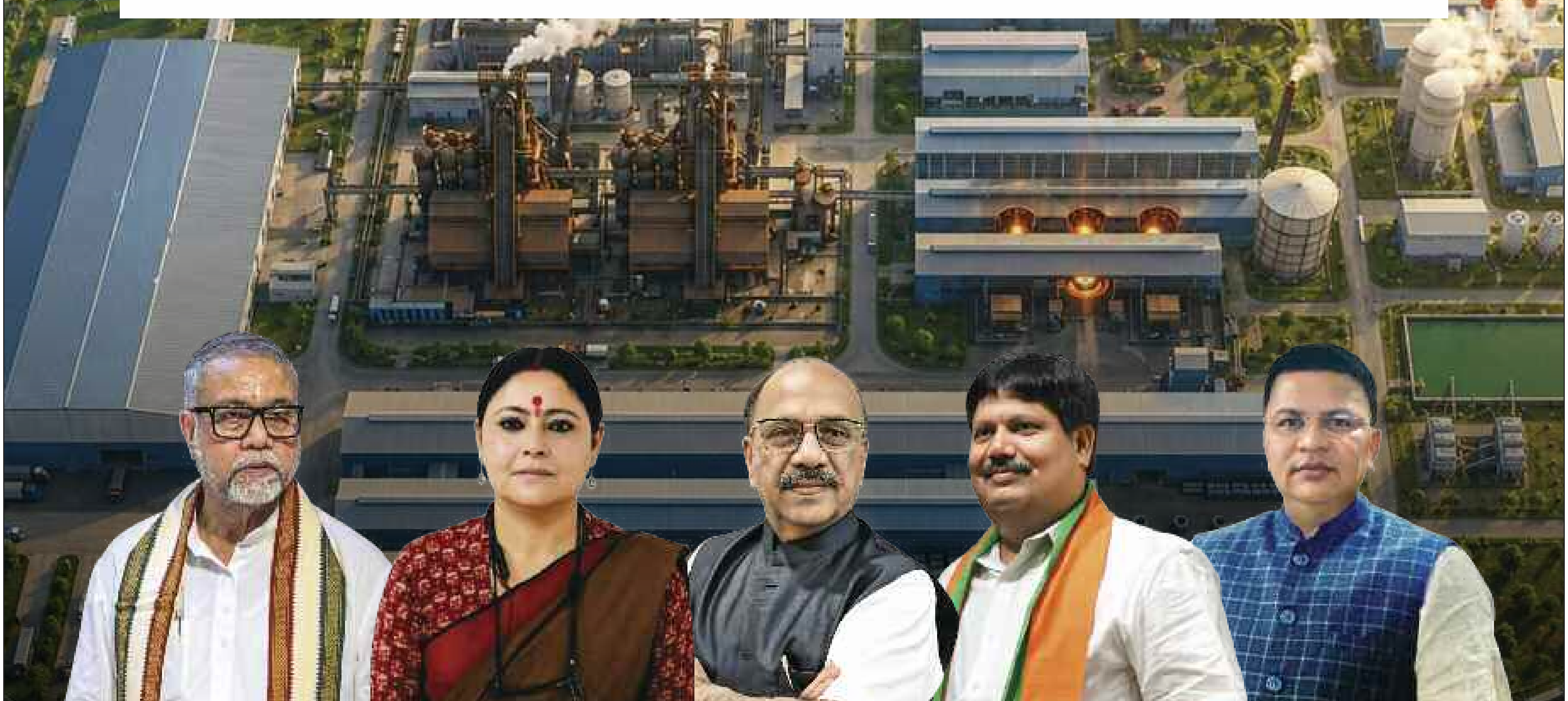

প্রধান অতিথি

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

শ্রী তাপস রায়
মাননীয় শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল
মাননীয়া নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার
মাননীয় মন্ত্রী, গণপূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী অর্জুন সিং
মাননীয় পরিবহন ও শ্রম মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো
মাননীয় সংসদ সদস্য লোকসভা

১৭ই আগস্ট ২০২৬ | জেএসকে-১, দুরমুট, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ